ভালোবাসার সুখ দুঃখ

ইমদাদুল হক মিলন

www.boighar.com

শিখা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ ❐
১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ ❐
১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩
তৃতীয় মুদ্রণ ❐
২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩
চতুর্থ মুদ্রণ ❐
২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩
পঞ্চম মুদ্রণ ❐
৭ মার্চ ১৯৯৩
ষষ্ঠ মুদ্রণ ❐
২৬ মার্চ ১৯৯৩
সপ্তম মুদ্রণ ❐
১৪ এপ্রিল ১৯৯৩ [১লা বৈশাখ ১৪০০ সাল]
অষ্টম মুদ্রণ ❐
২৮ জুন ১৯৯৩
নবম মুদ্রণ ❐
২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
দশম মুদ্রণ ❐
১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪
একাদশ মুদ্রণ ❑
অক্টোবর ১৯৯৪
www.boighar.com
স্বত্ব ❐
নির্বাচিতা হক শুভেচ্ছা হক
প্রকাশক ❐
কাজী মোহাম্মদ শাহজাহান
শিখা প্রকাশনী
৬৫ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০
ফোন ২৩৫২৫৯
প্রচ্ছদ ❐
সমর মজুমদার
অলংকরণ ❐
ধ্রব এষ
কম্পিউটার কম্পোজ ❐
চলন্তিকা কম্পিউটার্স
১৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ২৫৭৩৪৫
মুদ্রণ ❐ এস আর প্রিন্টার্স
লক্ষীবাজার ঢাকা ১১০০
দাম ❐ ৪০ টাকা
ISBN 984-454-000-3
www.boighar.com

www.boighar.com
যাকে ভালোবেসে সুখ, যাকে ভালোবেসে দুঃখ
www.boighar.com

boighar.com

www.boighar.com
বিনু ডান পা টেনে টেনে হাঁটছে।
ব্যাপারটা হঠাৎ করেই খেয়াল করল জুয়েল। করে অবাক হল। কি হয়েছে?
বিনু হাসি মুখে জুয়েলের দিকে তাকাল। কি?
অমন করে হাঁটছ কেন?
কেমন করে?
পা টেনে টেনে।
তাহলে কেমন করে হাঁটব!
স্বাভাবিক ভাবে হাঁট। আমার মতো।
আমি কি পুরুষ মানুষ যে আপনার মতো হাঁটব!
জুয়েল লজ্জা পেল। না ঠিক আমার মতো নয়, মেয়েরা যে ভাবে হাঁটে সেভাবেই হাঁট।
আমি মেয়েদের মতোই হাঁটছি।
কিন্তু তোমার হাঁটাটা স্বাভাবিক নয়। হাঁটা দেখে মনে হয় তোমার পায়ে কাঁটা ফুটেছে। বিনু চোখ তুলে জুয়েলের মুখের দিকে তাকাল। মিষ্টি করে হাসল। কাঁটা তো ফুটেছেই।
কখন ফুটল? তুমি স্যান্ডেল পরে আছ তারপরও কাঁটা ফুটল কি করে?
এখন ফোটেনি।
তাহলে কখন ফুটল? আহা আমাকে বলবে তো!
আপনাকে কেমন করে বলব! তখন কি আপনি ছিলেন!
মানে?
বিনু আবার জুয়েলের মুখের দিকে তাকাল। আবার হাসল। কাঁটাটা ফুটেছে ছোটবেলায়। তখন আপনাকে আমি কোথায় পাব।
এবার জুয়েলও হাসল। তুমি খুব মজা করে কথা বল।
তাই নাকি! আপনার ভাল লাগে?
খুব ভাল লাগে।
সঙ্গে সঙ্গে বিনু কেমন আনমনা হয়ে গেল। উদাস হয়ে গেল। কিন্তু জুয়েল তা খেয়াল করল না। বলল, ছোটবেলায় ফোটা কাঁটা এখনও তোমার পায়ে রয়ে গেছে? আশ্চর্য ব্যাপার!

বিনু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হ্যাঁ। এ কাঁটা কখনও যায় না। সারাজীবন থাকে।
জুয়েল হালকা গলায় বলল, কাঁটার নাম কি?
পলিও।
কথাটা যেন বুঝতে পারল না জুয়েল। ঝট করে বিনুর দিকে মুখ ফেরাল। কি?
বিনু ম্লান হাসল। বললাম তো পলিও।
পলিও মানে কি? তোমার পলিও হয়েছিল?
তাহলে কি বলছি।
এতটা অবাক বেশ অনেক দিন হয়নি জুয়েল। ফ্যাল ফ্যাল করে বিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কথা বলতে ভুলে গেল।
বিনু বলল, আপনি জানতেন না?
জুয়েলের চোখে পলক পড়ল। না তো।
দাদা আপনাকে বলেনি?
না। শহীদ অবশ্য কোন কথাই নিজ থেকে বলে না। জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হয়।
আপনি বলেন?নিজ থেকে আপনি সব কথা বলেন?
হ্যাঁ বলি।
কই দেখিনি তো।
কি করে দেখবে! তোমাদের এখানে আছি মাত্র চারদিন হল। আরও দু একদিন যাক দেখবে নিজ থেকে কত কথা তোমাকে বলছি। আমার কথা শুনতে শুনতে তুমি বিরক্ত হয়ে যাবে, পাগল হয়ে যাবে।
আমার মনে হয় না।
কেন মনে হয় না?
আপনি সারাক্ষণই কি রকম আনমনা হয়ে থাকেন, উদাস হয়ে থাকেন। সারাক্ষণই কি যেন ভাবেন। এই ধরনের লোকরা নিজ থেকে কোন কথাই বলে না। তাদের সব কথা প্রশ্ন করে জেনে নিতে হয়। আপনি আর দাদা এক রকমই। তবে আপনার সঙ্গে দাদার একটা পার্থক্যও আছে। দাদা অনেক কিছু খেয়াল করে আপনি করেন না।
www.boighar.com
আমিও করি। নয়ত কি করে বুঝলাম তুমি ডান পা টেনে টেনে হাঁটছ।
এটা চারদিন আগেই দেখার কথা। যে মুহূর্তে আমাদের বাড়ি এলেন, দোতলার বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, কতবার আপনার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলাম, আমি যে ডান পা টেনে টেনে হাঁটি তখনই তো আপনার তা দেখার কথা। দেখেননি কেন?

জুয়েল দুঃখি গলায় বলল, আগে হলে নিশ্চয় দেখতাম। এখন আমার মনটা ভাল নেই এ জন্য অনেক কিছুই।

কথা শেষ করল না জুয়েল। আনমনা হয়ে গেল। উদাস হয়ে গেল।

বিনু গভীর মায়াবি গলায় বলল, কি হয়েছে আপনার?

নিজেকে সামলাল জুয়েল। বিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। না কিছু না। চল হাঁটি।

কথা বলতে বলতে কখন থেমে গিয়েছিল বিনু। জুয়েলের কথায় হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু জুয়েল আর বিনুর মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। উদাস বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাটছে। বিনু যে সঙ্গে আছে এখন যেন যে কথা আর মনে নেই তার।

হাঁটতে হাঁটতে বার বারই জুয়েলের দিকে তাকাচ্ছিল বিনু। জুয়েলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। জুয়েল দেখতে খুব সুন্দর। লম্বা ফর্সা, সিনেমার নায়কদের মতো। মুখটা বেশ পুরুষালি। সুন্দর গোঁফ আছে। মাথার চুল কখনও বুঝি আঁচড়ায় না সে। ঘন কালো এলোমেলো চুল মাথা জুড়ে। সেই চুলের এক থোকা কপালের ওপর এসে পড়ে থাকে সারাক্ষণ। দেখতে খুব ভাল লাগে।

কিন্তু আজকের এই মনোরম বিকেলে কপালের ওপর লুটিয়ে থাকা জুয়েলের এক গোছা চুল যেন তার উদাসীনতাকে আর গভীর করে তুলেছে। দেখে মন কেমন করে উঠল বিনুর। বিনু আবার বলল, কি হয়েছে আপনার?

জুয়েল বিনুর দিকে তাকাল। আগের মতোই হাসল। বললাম তো কিছু না।

তার আগে বলেছেন আপনার মন ভাল নেই। কেন ভাল নেই?

কারণ আছে।

আমাকে বলুন।

না। শুনলে তোমার মন খারাপ হবে।

আমার মন খারাপ হলে আপনার কি!

মুখের খুব সুন্দর একটা ভঙ্গি করল জুয়েল। বল কি! তোমার মন খারাপ হলে তো আমার সর্বনাস হয়ে যাবে।

জুয়েলের মুখভঙ্গি এবং কথা বলার ধরন এত ভাল লাগল বিনুর, খানিক কোন কথা বলতে পারল না সে। নিজের অজান্তে পা থেমে গেল তার। বিনু হাঁটতে ভুলে গেল। মুগ্ধ চোখে জুয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ব্যাপারটা খেয়াল করল না জুয়েল। বিনুর মুখের দিকেও তাকাল না। বলল, কি হল? কথা বলছ না কেন?

বিনু নড়েচড়ে উঠল। কি বলব?

কি সর্বনাস হবে জানতে চাইলে না?

boighar.com

বিনু আনমনা গলায় বলল, জানতে চাইছি।
তীক্ষ্ণ চোখে বিনুর মুখের দিকে তাকাল জুয়েল। তুমি তো অদ্ভুত ধরনের কথা বল।
.কি রকম?
এই যে বললে জানতে চাইছি।
চাইছি তো!
এভাবে কিন্তু কেউ কথা বলে না।
কিভাবে বলে?
আমার প্রশ্নটি শুনে যে কোন মানুষ হয়ত বলবে আচ্ছা বলুন। তুমি তা না বলে বললে জানতে চাইছি। কথাটা বেশ অন্য রকম। অন্যের সঙ্গে মেলে না।
আমার কোন কিছুই কি অন্যের সঙ্গে মেলে?
মানে?
বিনু ম্লান হাসল। আমি দেখতে কুচকুচে কালো একটি মেয়ে। পলিওতে ডান পা খোঁড়া হয়ে গেছে। আমি মোটেই লম্বা নই। ফিগারও আমার বয়সী মেয়েদের মতো নয়। পড়াশুনোয়ও আমি তেমন ভাল করতে পারিনি। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি। কিন্তু আমার বয়সী মেয়েরা, আমার বান্ধবীরা বি এ পড়ছে। কারও কারও বিয়ে হয়ে গেছে। সুন্দর গুছিয়ে সংসার করছে কেউ কেউ।
জুয়েল বেশ রাগল। কি বলছ এসব। তুমি দেখতে কালো, বেশ কালো। পলিও তো তোমার ডান পা খোঁড়া হয়ে গেছে তাতে কি হয়েছে! কালো হলে বুঝি কোন মেয়ে সুন্দর হয় না!
আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল জুয়েল তার আগেই বিনু বলল, কালো আবার সুন্দর হয় কি করে?
বাজে কথা বল না। সুন্দরের সঙ্গে কালো ফর্সার কোন সম্পর্ক নেই। পৃথিবীতে বহু ফর্সা মেয়ে আছে যারা খুব অসুন্দর। আবার অনেক কালো মেয়ে আছে যারা দেখতে অপূর্ব সুন্দর।
আমি তেমন নই।
তুমি তেমনই। তোমার মুখটা অদ্ভুত মিষ্টি। চোখ দুটো সুন্দর। তুমি কথা বল সুন্দর করে। সামান্য পা টেনে টেনে হাঁট তুমি, এতে তোমাকে অন্য রকম সুন্দর লাগে। তোমার আর লম্বা হওয়ার দরকার নেই। তুমি যেটুকু লম্বা এই যথেষ্ট। তোমার মতো মেয়ের কখনও বয়স বাড়ে না, এবং তুমি খুব মায়াবি মেয়ে। তোমাকে দেখলে, তোমার সঙ্গে কথা বললে তোমার জন্যে খুব মায়া লাগে।
আপনার লাগছে?

কথাটা এমন ভঙ্গিতে বলল বিনু জুয়েল সামান্য চমকাল, কিন্তু কথাটার উত্তর দিল না। মুহূর্তকাল বিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে আগের কথায় ফিরে গেল। আমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি।

শেষ করুন। www.boighar.com

তুমি যে পড়াশুনার কথা বললে ওটা কোন ব্যাপারই নয়। পৃথিবীর সব মানুষ সমান মেধা নিয়ে জন্মায় না।

বিনু কি বলতে গেল জুয়েল তাকে হাতে তুলে থামাল। আরও কথা আছে। তোমার মন খারাপ হলে আমার যে সর্বনাস হবে, কেন হবে শোন। তোমাদের বাড়ি বেড়াতে এসে আমি রয়ে গেলাম আর শহীদ গেল ঢাকায়। ঢাকায় শহীদের কোন কাজ নেই। সে গেছে আমার কাজে। আমাকে রেখে গেছে তোমার কেয়ারে। আমার ব্যাপারে সেই তোমারই যদি মন খারাপ হয়ে থাকে তাহলে আমার কি কেয়ার নেবে তুমি! তোমাদের গ্রাম এলাকার কিছুই চিনি না আমি। আমার কোন অসুবিধা হলে কে দেখবে আমাকে!

আমাদের বাড়িতে আরও লোক আছে! মা বাবা, কাজের লোকজন। তারা দেখবে।

ধুৎ তাদেরকে আমার ভাল লাগে না। গার্জিয়ান ধরনের লোকজন আমি খুব এড়িয়ে চলি।

আপনি অনেক কিছুই এড়িয়ে চলেন। অনেক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান। অনেক কথা চেপে যান।

জুয়েল খুব সুন্দর করে হাসল। সব কথা কি বলা যায়?

কাউকে কাউকে যায়।

সময় হলে আমি তোমাকে অনেক কথা বলব।

এখন শুধু একটি বলুন। দাদাকে ঢাকায় পাঠিয়েছেন কেন?

জুয়েল আবার হাসল। এটা বললে সবই বলা হয়ে যাবে।

বিনু অপলক চোখে জুয়েলের মুখের দিকে তাকল। আমি জানতাম এ কথাটাও আপনি এড়িয়ে যাবেন।

কথা কেন এড়াই জান! আমি কখনও মিথ্যে বলতে পারি না। যে কথা বলতে চাই না সে কথা এড়িয়ে যাই।

কিন্তু আমি ইচ্ছে করলে আপনার সব কথা জানতে পারি।

জুয়েল চমকাল। কেমন করে?

আমাদের এখানে একজন বোষ্টমি আছে মুখ দেখে মনের সব কথা বলে দিতে পারে। আমি আপনাকে একদিন তার কাছে নিয়ে যাব। সে আপনাকে দেখবে, দু একটি কথা জিজ্ঞেস করবে কিন্তু আপনাকে কিছুই বলবে না। যা বলার পরে আমাকে বলবে। জুয়েল খুবই অবাক হল! যাহ।

সত্যি।
আমাকে বলবে না কেন?
আমি মানা করে দেব। মানে আগেই গিয়ে বলে আসব যাতে আপনাকে কিছু না বলে। পরে যেন আপনার মনের কথা আমাকে সব বলে দেয়।
কেন এমন করবে তুমি? আমার মনের সব কথা শোনবার তোমার দরকার কি!
জুয়েলের কথা বলার ধরনে সামান্য রুক্ষতা ছিল। ব্যাপারটা বিনুর খুব কানে লাগল। মনটা খারাপ হল তার। অচেনা এক অভিমানে মন ভরে গেল। মুখ বিষণ্ন হল। জুয়েল তা খেয়াল করল না। হঠাৎ করেই ভারি উৎফুল্ল গলায় বলল, বাহ কি অপূর্ব জায়গা। বিনু তুমি কি আমাকে এই জায়গাটাই দেখাতে এনেছ? www.boighar.com
বিনু বিষণ্ন চোখে সামনে তাকাল। কথা বলতে বলতে কোন ফাঁকে ঝিলের ধারে এসে পরেছে তারা, খেয়াল করেনি। ওই তো দিগন্তব্যাপি ঝিল ছেঁয়ে আছে বিকেলের বিষণ্ন আলোয়। কি অপরূপ লাগছে জল হাওয়ার খেলা! মাথার ওপর দিয়ে দু একটি পাখি উড়ে যায়, কোথা যায় কে জানে। দু একটি পাখি ফিরে আসে, কোথা থেকে আসে কে জানে। পাখিদের মৃদু কলরবের শব্দ, ডানা ভেঙে উড়ে যাওয়ার শব্দ, তবু কি আশ্চর্য নির্জনতা চারদিকে। এই নির্জনতায় মানুষের মন কখনও কখনও অচেনা হয়ে ওঠে। নিজেকেই নিজে সে চিনতে পারে না। বিনুরও কি তেমন হল! অদ্ভুত উদাসী গলায় সে বলল, এই জায়গাটা আমার খুব প্রিয়। এরকম প্রিয় জায়গা এই পৃথিবীতে আমার আর নেই। যদিও আমার পৃথিবী খুব ছোট, তবু আজ বিকেলে আমি আপনাকে আমার পৃথিবীর প্রিয় জায়গাটি দেখাতে চেয়েছি। আমরা গ্রামের মানুষ, আপনাদের মতো শহুরে মানুষকে দেখাবার মতো আমাদের বিশেষ কিছু নেই। তাছাড়া এখানটায় এলে আমার মন খুব অন্য রকম হয়ে যায়। কত কি যে মনে হয়! নিজের মনকে অন্য রকম করবার জন্য এখানে আসি আমি।
জুয়েল উচ্ছ্বল গলায় বলল, কিন্তু আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে, জান। আমার ইচ্ছে করছে মনের সব কথা তোমাকে খুলে বলি।
জুয়েলের কথায় অদ্ভুত এক অভিমান হল বিনুর। ঝিলের শেষপ্রান্তে, যেখানে এসে নেমেছে আকাশ সেদিকে তাকিয়ে গভীর অভিমানের গলায় বিনু বলল, আমি শুবন না।
জুয়েল অবাক হল। ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি তো অদ্ভুত মেয়ে।
জুয়েলের মুখের দিকে তাকাল না বিনু। ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল জলের দিকে। আনমনা গলায় বলল, কেমন?
কেবার বললে আমার মনের কথা জানবার জন্যে আমাকে কোন বোষ্টমির কাছে নিয়ে যাবে আর এখন আমি নিজ থেকে বলতে চাইছি তুমি শুনবে না। এ কেমন কথা হল।

জোর করে কারও মনের কথা শুনতে নেই।
তুমি কি জোর করছ?
এ এক রকম জোরই।
তারপরই জুয়েলের মুখের দিকে তাকাল বিনু। হাসল। বাদ দিন এসব। জায়গাটা দেখুন, সুন্দর না?
সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে গেল জুয়েল। আমুদে শিশুর গলায় বলল, খুব সুন্দর। তোমাদের এলাকায় এত সুন্দর একটা ঝিল আছে শহীদ আমাকে কখনও বলেনি!
আপনি জানতে চেয়েছেন?
তা অবশ্য চাইনি। জানতে চাওয়ার কোন কারণও নেই। গ্রামে কি আছে না আছে কে কার কাছে জানতে চায় বল। তাছাড়া শহীদ নিজ থেকে তেমন কিছু বলেও না।
আমাদের কথা জানতেন আপনি?
তোমাদের কথা মানে কি?
এই ধরুন আমাদের বাড়িতে কে কে আমরা আছি! কে কি করি, এসব।
তা জানতাম। তোমরা দুটি মাত্র ভাই বোন। তোমার বাবা এই এলাকার সব চাইতে বড়লোক। এলাকার চেয়ারম্যান। তোমাদের বাড়িটি জমিদার বাড়ির মতো। মতো না বলে তোমাদের বাড়িটা জমিদার বাড়ি বলাই ভাল।
কিন্তু বিনু এসব কথার ধার দিয়েও গেল না। সে জানতে চাইল সম্পূর্ণ অন্য কথা।
দাদার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব কত দিনের?
সাত আট বছরের। আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন থেকে। আচ্ছা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমাদের এখানেই তো কলেজ আছে তারপরও শহীদ কেন ঢাকায় পড়তে গেছে? এখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে যেতে পারত না?
তা পারত। দাদা এখানকার কলেজে পড়তে চায়নি। তার ইচ্ছে হোস্টেলে থেকে নিজের মতো করে পড়াশুনা করবে। মানুষের কত রকমের ইচ্ছে থাকে না?
তোমরা কেউ কিছু বলনি?মানে তোমার মা বাবা শহীদকে মানা করেননি!
আমার মা বাবা দুজনেই অত্যন্ত চমৎকার মানুষ। গ্রামের মানুষ হলেও সেকেলে ধরনের নন। ছেলে মেয়েদের কোন ব্যাপারে বাঁধা দেন না। দাদা শহরে গিয়ে পড়বে পড়ুক। মা বাবার অসুবিধা কি!
তুমিও তাহলে শহরে গিয়ে পড়তে চাইতে।
কেন?
তাহলে তোমার সঙ্গে আরও অনেক আগেই আমার দেখা হত।
বিনু চট করে জুয়েলের মুখের দিকে তাকাল। তারপরই মুখ ফিরিয়ে নিল। আপনি চাইলে এমনিতেই আমাদের আরও আগে দেখা হতে পারত।

কেমন করে?
দাদার সঙ্গে আমাদের এখানে বেড়াতে এলেই পারতেন।
তা পারতাম।
আসেননি কেন?দাদা কখনও বলেনি?
কতবার বলেছে। শহীদের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব খুব গাঢ় হয়েছে তারপর থেকে আমার কখনও ঢাকার বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না।
কেন?
কারণ আছে।
কথাটা এমন ভাবে বলল জুয়েল বিনু বুঝে গেল কারণটা জুয়েল বলবে না। সেও আর জানতে চাইল না। বলল, এবার তাহলে এলেন কেন?
জুয়েল ম্লান হাসল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলতে পার অনেকটা বাধ্য হয়ে এসেছি। www.boighar.com
বিনু বুঝে গেল বাধ্য হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করলেও জুয়েল এড়িয়ে যাবে। সে কোন প্রশ্ন করল না। ঝিলের দিকে তাকিয়ে রইল।
বিনুকে এভাবে চুপ করে যেতে দেখে, ঝিলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জুয়েল বেশ অবাক হল। বলল, কি হল? এখন যে আর কোন প্রশ্ন করছ না।
এত প্রশ্ন করে কেন আপনাকে বিব্রত করব।
জুয়েল হাসল। তুমি খুব শার্প মেয়ে। সহজেই মানুষের মনের অনেক কিছু বুঝতে পার। কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। নিজের মনের অনেক কিছু আমি নিজেই ঠিকঠাক বুঝতে পারি না অন্যেরটা বুঝব কি করে!
বাহ এটা তো বেশ ভাল বললে। নিজের মন না বুঝলেও কিন্তু অন্যের মন অনেক সময় বোঝা যায়।
কি জানি। আমি এভাবে ভেবে দেখি না।
ঝিলের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছে ওরা। এখন দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে বিকেল। ঝিলের পশ্চিমে ধূসর গ্রাম রেখার মাথায় নেমে গেছে সূর্য। অদ্ভুত ছায়াময় এক আলোয় ছেঁয়ে গেছে চারদিক। হঠাৎই বইতে শুরু করেছে মৃদু, মনোরম এক হাওয়া। ঝিলের মাঝ বরাবর ভাসছে কিছু জলপাখি। বিকেল ফুরিয়ে আসছে দেখে, সন্ধ্যার অন্ধকার আস্তে ধীরে ঘনিয়ে আসছে দেখে তারা কি রকম নীরব হয়ে গেছে। পাখিদের দিকে তাকিয়ে জুয়েল বলল, এখানে অনেক পাখি, না?
বিনু বলল, অনেক কই এ তো সামান্য। আগে এই ঝিলে প্রচুর পাখি থাকত।আপনি শুনলে অবাক হবেন, এক সময় এই ঝিলে নাকি জল দেখা যেত না। শুধুই পাখি দেখা যেত। এমন করে জলে ভাসত পাখিরা, জল ঢেকে যেত।

বল কি! তুমি দেখেছ?

আমি অতটা দেখিনি। শুনেছি। বাবা বলেছেন। তবে ছেলেবেলায় আমিও যত পাখি এই ঝিলে দেখিছি, ভাবা যায় না। শীতকালে কত রকমের পাখি যে আসত এখানে! ভোরবেলা আর সন্ধেবেলা পাখিদের এক সঙ্গে উড়াল দেয়ার শব্দটা যে কি রকম হত বলে আপনাকে আমি তা বোঝাতে পারব না। প্রচুর লোক আসত তখন পাকি শিকার করতে। দিনে দিনে এমন হল, শিকারীদের ভয়ে পাখিরা সব পালিয়ে গেল। একটা সময়ে পাখি আর ছিলই না। গত কয়েক বছর ধরে দুচারটা করে আসছে। তাও খুব সাবধানে সাবধানে আসছে। থাকে ঝিলের একেবারে মাঝ বরাবর, বন্দুক সীমার বাইরে।

জুয়েল বিরক্ত হয়ে বলল, মানুষ এক অদ্ভুত জীব, প্রকৃতির যাবতীয় সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলছে। পাখির মতো সুন্দর একটা জিনিশ কি করে হত্যা করে মানুষ! কি করে খায়! তুমি পাখির মাংস খাও বিনু?

জুয়েলের কথা শুনে বিনু একেবারে আঁতকে উঠল। পাগল। কল্পনাই করতে পারি না।

আমিও।

একটা সময় সূর্য এত দ্রুত নেমে যায়, সন্ধ্যা এত দ্রুত বসে, মানুষের মনে হয় দিন রাত্রির কোনও সময়ই বুঝি এত দ্রুত ফুরোয় না। এখন সেই সময। সূর্য ডুবে গিয়ে আবছা অন্ধকার জমছে চারদিকে। দেখে বিনু বলল, চলুন ফিরি।

জুয়েল বলল, আর একটু থাকি। খুব ভাল লাগছে। এরকম পরিবেশে সন্ধে হতে আমি কখনও দেখিনি। আজ একটু দেখি।

ঠিক হবে না। বাড়ি বেশ দূর। রাত হয়ে গেলে অন্ধকারে ফিরতে খুব অসুবিধা হবে। www.boighar.com

আজ পূর্নিমা রাত হলে ভাল হত, না! অনেক রাত অব্দি এখানে ঘুরে বেড়াতাম কিংবা বসে থাকতাম। তুমি যেমন সুন্দর মেয়ে, তোমার মুখ দেখে আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয় গান গাইতে পার। রবীন্দ্রসঙ্গীত। তোমার গলার গান এবং চাঁদের আলো মিলেমিশে জায়গাটি নিশ্চয় অপূর্ব সুন্দর লাগবে।

বিনু দূরাগত বিষণ্ন গলায় বলল, কি জানি।

দোলনদের বাড়ি কখনও যায়নি শহীদ।

বাড়িটি চিনত। বেশ দূর থেকে জুয়েল একদিন দেখিয়েছিল। আজ সাড়ে এগারোটার দিকে ভয়ে ভয়ে সেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল শহীদ। কলিংবেল বাজাল্ল। একবার, দুবার। কিন্তু কেউ গেট খুলল না। সাড়াও দিল না। বাড়িতে কেউ নেই নাকি! www.boighar.com

শহীদ বেশ অবাক হল। এত বড় বাড়িতে কোন লোক থাকবে না একি করে হয়! নাকি কলিংবেলটাই বাজছে না!

শহীদ আবার বাটন টিপল, কান খাড়া করে শুনল ভেতরে শব্দ হচ্ছে কিনা।

হচ্ছে।

তাহলে?

পাঁচবারের বার ভেতরে কারও সাড়া পাওয়া গেল। গেটের দিকে হেঁটে আসছে কেউ। সেই শব্দে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল শহীদের। দোলনকে কেমন করে চাইবে শহীদ? এই বয়সী অচেনা একটি ছেলে কোন বাড়িতে এসে সেই বাড়ির যুবতী মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চায় কেমন করে শহীদ তা জানে না। বাড়ির লোকে কি ভাববে শহীদকে!

ইস কত যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে এখন।

শহীদের একটু মেজাজ খারাপ হল। ভেতরে ভেতরে জুয়েলের ওপর খুব রেগে গেল সে। শালা কি ঝামেলার মধ্যে ফেলেছে শহীদকে! এই ধরনের কাজ শহীদ কখনও করেনি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কখনও পড়েনি। ভেতরে ভেতরে ঘামতে লাগল শহীদ।

বন্ধ গেটের ভেতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে কে একজন জিজ্ঞেস করল, কে?

শহীদ গলা খাঁকাড়ি দিল। জ্বী আমি।

আমি কে?

ইয়ে গেটটা একটু খুলুন বলছি।

কেন এভাবে বলা যায় না? কে আপনি? কাকে চাইছেন?

খুলুন বলছি।

খোলা যাবে না। আগে বলুন কাকে চাইছেন।
শহীদ আবার গলা খাঁকাড়ি দিল। নার্ভাসনেস কাটিয়ে নিজেকে একটু সাহসী করল। এটা কি দোলনদের বাড়ি?
ভেতরের কণ্ঠটি একটু অবাক হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, জ্বী।
আমি একটু দোলনের সঙ্গে দেখা করতে চাই, কথা বলতে চাই। দোলন বাড়ি থাকলে তাকে ডাকুন, বলছি।
আমিই দোলন।
সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের উৎকণ্ঠা ভয় ইত্যাদি কেটে গেল শহীদের। উৎফুল্ল গলায় শহীদ বলল, আমি জুয়েলের বন্ধু, শহীদ।
ভেতরে দোলনও এবার বেশ স্বাভাবিক হল। ও তাই! একটু দাঁড়ান। গেটে তালা দেয়া, খোলার ব্যবস্থা করছি।
খানিক পর গেট খুলল দোলন। তার হাতে এক গোছা চাবি। ডান হাতে চাবির গোছা মুঠো করে ধরে বলল, ভেতরে আসুন।
শহীদ ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে গেটে তালা লাগিয়ে দিল দোলন। হাসি মুখে বলল, এই সময় নানা রকমের লোক আসে বাড়িতে। কেউ আসে সাহায্য চাইতে, কেউ চাঁদা, কেউ ভিক্ষে। চোর টোরও আসে। জানে তো এ সময় বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ থাকে না। চোর ছ্যাচর এবং ধান্দাবাজে দেশ ভরে গেছে।
শহীদ কথা বলল না, মুখটা হাসি হাসি করল। তারপর আড়চোখে দোলনকে দেখতে লাগল।
দোলন খুবই শাদামাটা মেয়ে। শ্যামলা, বৈশিষ্ট্যহীন। বেগুনী রঙের সালোয়ার কামিজ পরে আছে। তার ওপর উপজাতীয়দের তৈরি অল্প দামী চাদর। দোলন মোটেই চোখে পড়ার মত মেয়ে নয়। তবে বেশ স্মার্ট। চাল চলন এবং কথা বার্তায় বিন্দুমাত্র জড়তা নেই, আরষ্ঠতা নেই।
শহীদের দিকে তাকিয়ে দোলন বলল আমি আপনাকে চিনি। জুয়েল ভাইর সঙ্গে দেখেছি। আচ্ছা জুয়েল ভাইর খবর কি বলুন তো?
ওসবই বলতে এলাম। আপনার বান্ধবীর খবর কি?
ভাল না। ওকে বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছে না।
তারপর যেন হঠাৎই খেয়াল হয়েছে এমন স্বরে দোলন বলল, চলুন ভেতরে চলুন। ড্রয়িংরুমে বসে কথা বলি।
দোলনের পিছু পিছু ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকল শহীদ। ড্রয়িংরুমে ঢুকেই দোলন বলল, আপনি বসুন আমি চায়ের কথা বলে আসি।
তারপর আর কোনদিকে তাকাল না, ভেতরে চলে গেল।

খানিক পর ফিরে এসে শহীদের মুখোমুখি একটা সোফায় বসল দোলন। হাসি মুখে বলল, এবার বলুন জুয়েল ভাই কোথায়। তার তো কোন খবরই পাচ্ছি না।
শহীদ একটু আনমনা ছিল। মুহূর্তে আনমনা ভাব কাটাল। বলল, জুয়েল ঢাকায় নেই। আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেছে।
হঠাৎ আপনাদের গ্রামের বাড়িতে গেল! কি ব্যাপার?
আপনি জানেন না? www.boighar.com
না। কি হয়েছে?
শহীদ খুবই অবাক হল। এদিকে যে ঝামেলা টামেলা হয়েছে সেসবের কিছুই আপনি জানেন না?
কিছু কিছু জানি। তানিয়াকে ওর ভাইরা বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছে না, জুয়েল ভাইর সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না, এই তো।
জুয়েল তানিয়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে জানেন?
হ্যাঁ তা জানি।
তাহলে তো সবই জানেন।
কিন্তু তানিয়ার ভাইদের ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে আমার। একটি ম্যাচিউর মেয়ে তার পছন্দ মতো বিয়ে করে ফেলেছে, সেই মেয়েকে তারা এখন ঘরে আটকে রেখেছে। বেরুতে দিচ্ছে না,বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না, ফোনে কথা বলতে দিচ্ছে না। এ তো আগের দিনের বর্বরদের মতো কাজ। এ তো কোন শিক্ষিত ভদ্র ফ্যামিলির কাজ হতে পারে না। এসব করবে মূর্খরা, ইতররা।
আপনার সঙ্গেও দেখা করতে দেয় না?
না। একদিন ফোনে কথা বলতে চাইলাম ওর বড় ভাবী সরাসরি বলল, তানিয়াকে ফোন দেয়া যাবে না। আমি তানিয়ার ছোট বেলার বন্ধু আমাকেই যখন এভাবে বলল আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম ব্যাপারটা একেবারে বোম্বের ফিলমের মতো হচ্ছে। এত রাগ লেগেছে আমার! একবার ভাবলাম ওর ভাবীকে কিছু কথাটথা শোনাই। অশিক্ষিত টশিক্ষিত বলে দিই। পরে নিজেকে সামলেছি।
এখন কি করা যায় বলুন তো!
আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে পালিয়ে টালিয়ে বিয়ে কেউ কেউ করেছে কিন্তু এই ধরনের কাণ্ড তো কোথাও দেখিনি। এ অবস্থায় জুয়েল ভাই আপনাদের গ্রামের বাড়ি গিয়ে বসে আছে কেন?
শহীদ কথা বলার আগেই টেতে করে চা কেক চানাচুর এসব নিয়ে এল বুয়া। সেন্টার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে চলে গেল।
দোলন বলল, চা খান।

শহীদ সামান্য চানাচুর মুখে দিল। তারপর চায়ে চুমুক দিল। জুয়েলের ব্যাপারে সাংঘাতিক বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল তানিয়ার ভাইরা।

দোলনও চায়ে চুমুক দিল। কি রকম?

প্রথমে নানা রকম ভাবে জুয়েলকে বলেছে এ বিয়ে কোন বিয়ে নয়। তানিয়াকে ডির্ভোস করে দিক। তারপর তানিয়া এবং জুয়েলদের গার্জিয়ানরা বসে স্বাভাবিক ভাবে দুজনের বিয়ের ব্যবস্থা করবে।

এটা ওদের চালাকি।

তাতো বটেই। জুয়েল রাজি হয়নি।

ভাল করেছে।

কিন্তু ঝামেলাটা হয়েছে তারপর। ঢাকার খুব নাম করা একজন মাস্তানকে জুয়েলের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছে ওরা।

বলেন কি?

হ্যাঁ। সেই মাস্তান রিভলবার নিয়ে জুয়েলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই সব মাস্তান দশবিশ হাজার টাকার জন্য যে কোন মানুষ খুন করে ফেলতে পারে। খুন খারাপি ওদের পেশা।

শহীদের কথা শুনে চা খেতে ভুলে গেল দোলন। ফ্যাল ফ্যাল করে শহীদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শহীদ বলল, এসব টের পেয়েই জুয়েলকে আমি আমাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেছি। ওখানে কিছু দিন থাক। চারদিন বাড়িতে থেকে আমি ঢাকায় এসেছি এসব ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে। জুয়েল বলে দিয়েছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। চেষ্টা করলে আপনি নিশ্চয় তানিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। এদিককার খোঁজ খবর নিয়ে সবই আমাকে জানাতে পারবেন।

তানিয়া কোন সমস্যা নয়। ও ঠিকই আছে। বিয়ে তো হয়েই গেছে এখন আর কে কি করবে!

ঘরে যে আটকে রেখেছে?

সে আর কতদিন রাখবে।

যদি ভাইদের চাপে বদলে যায় সে।

কি ভাবে বদলাবে?

এই ধরুন জুয়েলকে ডিভোর্স করে দিল। কিংবা ভাইরা জোর করে ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিল জুয়েল তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে, ভয় দেখিয়ে বিয়ে করেছে। জুয়েল তো তাহলে মহা ফাঁসা ফেঁসে যাবে।

তানিয়াকে আমি চিনি। ও যা বলবে তাই করবে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওকে দিয়ে কেউ

boighar.com

কিছু করাতে পারবে না। তানিয়া মরে যাবে তবু মত বদলাবে না। তাছাড়া জুয়েল ভাইকে সে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসে।
তবুও মানুষের কিন্তু বদলে যেতে সময় লাগে না। এসব ক্ষেত্রে আরও অনেক রকম ব্যাপার হতে পারে। নানা রকম চালাকি এখন তানিয়ার সঙ্গে ওর ভাইরা করতে পারে। যেমন ধরুন তানিয়াকে ভয় দেখাল জুয়েলকে ছেড়ে দাও নয়ত জুয়েলকে আমরা মেরে ফেলব। জুয়েলের জন্যেই হয়ত জুয়েলকে ছেড়ে দিল সে। এরকম কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই হয়। এসব ভেবেই জুয়েল আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। যেমন করে হোক তানিয়ার সঙ্গে আপনি দেখা করবেন। ওকে এসব বোঝাবেন। কারও কোন কথায় যেন সে না টলে। www.boighar.com
দোলন কথা বলল না। অনেকক্ষণ ধরেই চিন্তিত হয়ে আছে সে।
শহীদ বলল, ওদিকে জুয়েল খুবই টেনশানে আছে। কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই তো জানে না।
দোলন আনমনা গলায় বলল, তা তো থাকবেই।
আমাকে দুচার দিনের মধ্যেই আবার গ্রামে যেতে হবে। জুয়েলকে সব জানাতে হবে।
কি জানাবেন?
শহীদ মৃদু হাসল। ওটা আপনার ওপর নির্ভর করছে। যেমন করে পারেন তানিয়ার সঙ্গে আপনি দেখা করুন। ওকে সব বুঝিয়ে বলে আসুন। আমি যে আপনার সঙ্গে দেখা করেছি, জুয়েল যে আমাদের ওখানে আছে, ভাল আছে সবই ওকে জানান দরকার। জুয়েলকে নিয়ে তানিয়াও নিশ্চয় টেনশানে আছে।
অবশ্যই আছে। এসব ক্ষেত্রে মেয়েরাই বেশি টেনশানে থাকে। কিন্তু আমি যে কি ভাবে কি করব বুঝতে পারছি না। এমনিতে আমি একটু বদরাগি স্বাভাবের মেয়ে। তানিয়াদের বাড়ি গেলে ওর ভাই ভাবী যদি আমাকে কোন কথা বলে তাহলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি তো ওদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি লাগিয়ে দেব, যা ইচ্ছে তাই বলে আসব। কাউকে ছেড়ে কথা বলার মতো মেয়ে আমি নই।
সঙ্গে সঙ্গে হা হা করে উঠল শহীদ। না না তা করবেন না। তাহলে আমাদের সব সোর্স বন্ধ হয়ে যাবে। তানিয়ার কোন খবরই আমরা নিতে পারব না।
কিন্তু ওর বড় ভাবী সেদিন আমার সঙ্গে ফোনে যে বিহেভ করেছে আমার খুব মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।
আমি বুঝতে পারছি। আপনার আর আমার অবস্থা হয়েছে এক রকম।
দোলন হাসল। কি রকম?
জুয়েলদের বাড়ির লোকজন আমাকে আর আগের মতো স্বাভাবিক ভাবে নিচ্ছে না।

তাদের ধারণা আমার মতো দু একজন বন্ধুর বুদ্ধিতে এভাবে বিয়ে করেছে জুয়েল। এখন এসব নিয়ে এত ঝামেলা হচ্ছে। ছেলে বাড়ি থাকতে পারছে না।

জুয়েল ভাই যে আপনাদের গ্রামের বাড়িতে আছে এটা তাঁরা জানেন?

জানেন। তবে মাস্তান টাস্তানদের ব্যাপারটা জানেন না। আমরা কেউ এটা জানাইনি।

ভাল করেছেন। ওসব শুনলে বাড়ির সবাই নার্ভাস হয়ে যাবে।

হ্যাঁ। জুয়েল অবশ্য বাড়িতে বলেই গেছে আমাদের ওখানে বেড়াতে যাচ্ছে। আমাদের এম এ পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন ফ্রি সময়। তাছাড়া কিছু দিন ঢাকার বাইরে থাকলে তানিয়াদের ব্যাপারটাও আস্তে ধীরে ঠিক হয়ে আসবে।

কাকে বলে গেছে এসব? খালাম্মাকে?

না। বড় ভাবীকে।

শুনেছি বড় ভাবী জুয়েল ভাইকে খুব ভালবাসেন?

হ্যাঁ। তিনিই তো বাড়িটা মোটামোটি সামলে রেখেছেন। নয়ত জুয়েলদের বাড়িতেও ঝামেলা হত। আমরা জুয়েলের বন্ধুরা কেউ ওদের বাড়িতে ঢুকতে পারতাম না।

তাহলে যে বললেন ওদের ধারণা বন্ধুদের বুদ্ধিতে জুয়েল ভাই এসব করেছে!

বললাম মানে জুয়েলদের বাড়ি গিয়ে আমি এসব ফিল করেছি। জুয়েলের মা বড় ভাই, একদিন জুয়েলের বড় আপার সঙ্গেও দেখা হল তাঁরা আগের মতো স্বাভাবিকভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন না। শুধু ভাবী আগের মতো আছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জুয়েলের কথা জানতে চাইলেন। তানিয়ার কথা জানতে চাইলেন। বললেন জুয়েলকে যেন আমি বলি সে যেন মন খারাপ না করে। এসব সাময়িক ব্যাপার। আস্তে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। তানিয়া যদি থাকে তাহল কোন সমস্যাই সমস্যা নয়।

ঠিক তখুনি দোলনের মাকে দেখা গেল। বারান্দা দিয়ে আস্তে ধীরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। দোলন এবং শহীদকে ড্রয়িংরুমে বসে কথা বলতে দেখে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই বিনীত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল শহীদ। হাত তুলে সালাম দিল। দোলন বলল, মা ইনি হচ্ছেন শহীদ ভাই।

ভদ্রমহিলা নরম ভঙ্গিতে হাসলেন। ও আচ্ছা চা টা দিয়েছিস?

দিয়েছি।

ঠিক আছে। বস বাবা, বস।

ভদ্রমহিলা আর কোন কথা বললেন না। আগের মতোই আস্তে ধীরে হেঁটে চলে গেলেন।

শহীদ খুবই অবাক হয়েছে। দোলনের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার মা তো খুব

অদ্ভুত মানুষ।আমার ব্যাপারে কোন কিছুই জানতে চাইলেন না।
কি জানতে চাইবেন?
আমি কে! আপনার সঙ্গে এভাবে বসে কথা বলছি। আগে তিনি কখনই আমাকে দেখেননি। আমাদের দেশের মায়েরা তো খুব সন্দেহ প্রবণ হয়। এই বয়সী অচেনা একটি ছেলে ঘরে বসে তাঁর মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে অথচ মা কোন আগ্রহই দেখাচ্ছেন না, এমন কি বাড়তি একটি প্রশ্ন পর্যন্ত করছেন না, এ কি করে হয়?
কোন ব্যাপারেই আমার মায়ের বাড়তি কোন আগ্রহ নেই। তিনি তাঁর মেয়েকে খুব ভাল করে চেনেন।
এমন মা আমি কখনও দেখিনি। www.boighar.com
দোলন আবার হাসল। সত্যি আমার মা খুব ভাল।
তারপরই অন্য প্রসঙ্গে গেল দোলন। ঠিক আছে যেমন করেই হোক আমি তানিয়ার সঙ্গে দেখা করব। আজ কালকের মধ্যেই করব। পরশু ঠিক এই সময় আপনি আমাদের বাড়ি আসবেন। আশা করি আপনাকে সব জানাতে পারব।
ওর ভাবীদের কথায় রাগ করবেন না যেন। ঝগড়াঝাটি করবেন না যেন।
না তা করব না। তবে এই ধরনের গার্জিয়ানদের ব্যাপারটা আমার খুব অদ্ভুত লাগে। তানিয়া আমার বন্ধু আমি তো তানিয়ার স্বার্থটাই দেখব। গার্জিয়ানদের স্বার্থ আমি কেন দেখব। আমার বন্ধুর সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা আমি দেখব। বন্ধুর মা বাবা ভাই বোনেরটা নয়। জুয়েল ভাইর মা ভাই বোন আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি, ব্যাপারটা ঠিকঠাক হয়ে গেলে জুয়েল ভাইদের বাড়ি গিয়ে তার মা ভাইকে এসব কথা আমি বলে আসব। আমি খুব স্পষ্ট কথার মানুষ। আমি কোন ঘোরপ্যাচ বুঝি না মানুষের এইসব তুচ্ছ নোংরামি আমি খুব ঘৃণা করি।
শহীদ হাসি হাসি মুখ করে দোলনের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল। মুগ্ধ গলায় বলল, আপনি খুব ভাল মেয়ে।

বড় ভাবীকে দেখলেই ভুরু কুঁচকে যায় তানিয়ার।
সে যে খুব বিরক্ত হয় তার মুখ দেখে যে কেউ তা বুঝতে পারবে। আগে কখনও এমন হত না, কিছুদিন ধরে হচ্ছে। জুয়েলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর। তাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছে না বলে, ফোন ধরতে দিচ্ছে না বলে এবং যখন তখন

জুয়েলকে ছেড়ে দেয়ার জন্য নানা রকম ভাবে তাকে বোঝাচ্ছে বলে।
তবে তানিয়া খুব নরম মেয়ে। নিজের রাগ অভিমান বিরক্ত সবই এক সময় অদ্ভুত ভাবে চেপে রাখতে পারত। সে যে বিরক্ত হয়েছে কিংবা রাগ অভিমান করেছে কাউকে বুঝতে দিত না। তাকে বাড়িতে আটকে রাখার পর থেকে সেই স্বভাবটা আস্তে ধীরে বদলে গেছে। এখন তানিয়া বিরক্ত হলে বোঝা যায়, রাগ অভিমান করলে বোঝা যায়। এই মুহূর্তে তার মুখ দেখে যেমন বোঝা যাচ্ছে বড় ভাবীকে দেখে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছে সে।
ব্যাপারটা বড় ভাবীও বুঝলেন। বুঝে বেশ রূঢ় ভাষায় কিছু বলতে চাইলেন, কি ভেবে বললেন না, ভেতরকার রাগ সামলে নরম গলায় বললেন, আমাকে দেখে তুমি যে খুব বিরক্ত হও তা আমি বুঝি।
সঙ্গে সঙ্গে দরজার সামনে থেকে ছোট ভাবী বললেন, কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। তোমার ভাইরা আমাদেরকে তোমার কাছে পাঠান। তোমাকে বোঝাতে বলেন। স্বামীদের কথা আমাদের শুনতেই হবে। এজন্যই এভাবে বারবার আসছি। নয়ত কে চায় ননদিনীর বিরক্ত মুখ দেখতে। তাছাড়া তুমি আমাদের দেখে বিরক্ত হচ্ছ এটা আমাদের জন্য খুবই অপমানকর ব্যাপার। বুঝেও বারবার তোমার কাছে আমরা আসছি। বাধ্য হয়ে আসছি। www.boighar.com
বড় ভাবীর পিছু ছোট ভাবীও যে এসেছেন প্রথমে তানিয়া তা খেয়াল করেনি। ছোট ভাবীর কথা শুনে করল। এই ভাবীটিকে সে বেশ পছন্দ করে। নিরিহ গোবেচারা ধরনের ভাল মানুষ। মানুষের যে কোন সমস্যা হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। তানিয়ারটাও করছে। কিন্তু তানিয়ার পক্ষ নিয়ে কথা বলতে পারছে না। বড় ভাবীর সঙ্গে সেও প্রায়ই আসছে তানিয়ার রুমে। নানা রকম ভাবে তানিয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।
চোখ তুলে একবার ছোট ভাবীর দিকে তাকাল তানিয়া। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল।
ছোট ভাবী বললেন, আমাদের ওপর তোমার রাগ করা ঠিক নয়। আমরা কি করব বল। আমাদের জায়গায় তুমি হলে তুমিও আমাদের মতোই করতে।
বড় ভাবী বললেন, আমরা কেউ তোমার খারাপ চাইছি না।
ব্যাপারটি জানা জানি হওয়ার পর, তানিয়াকে বাড়িতে আটকে রাখার পর থেকে তানিয়া একবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কথাটথা সে কারও সঙ্গেই বলছিল না। ঠিক ঠাক মতো খায়নি, ঘুমোয়নি। কেঁদে কেটে সুন্দর চেহারা শরীর নষ্ট করে ফেলেছে। অবহেলা অযত্নে এই বয়সী একটি মেয়ের চোহারা শরীর যে কত দ্রুত খারাপ হতে পারে তানিয়াকে দেখলে যে কেউ তা বুঝতে পারবে। আগে যে তানিয়াকে দেখলে চোখ ধেঁধে যেত লোকের সেই তানিয়া এখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে তার

দিকে চোখ তুলে তাকাবে কি না সন্দেহ।
দুই ভাবীকে এক সঙ্গে দেখে, তাঁদের কথাটথা শুনে তানিয়া আজ হঠাৎ করে ভাবল আজ সে আর চুপ করে থাকবে না। ভাবীদের সঙ্গে আজ সে খোলাখুলি কথা বলবে। জুয়েলের ব্যাপারে তাঁরা যে সব যুক্তি দেবেন সেসব খণ্ডাবে।
বড় ভাবীর চোখের দিকে তাকিয়ে বরফের মতো শীতল কঠিন গলায় তানিয়া বলল, তোমরা আমার খারাপ চাইছ না?
তানিয়া যে এভাবে হঠাৎ করে প্রশ্ন করবে ভাবীরা কেউ তা ভাবেননি। দুজনেই বেশ থতমত খেলেন। তারপর নিজেদেরকে সামলালেন। বড় ভাবী সামান্য গলা খাঁকাড়ি দিয়ে বললেন, না চাইছি না।
ভাল চাইছ?
এ কেমন কথা! নিশ্চয় চাইছি।
কি ভাবে চাইছ?
তুমি বোঝ না কিভাবে চাইছি!
না আমি বুঝছি না। আমাকে বোঝাতে হবে কি ভাবে তোমরা আমার ভাল চাইছ।
ছোট ভাবী বললেন, এ কদিনে অনেক বার অনেক ভাবে তোমাকে আমরা বুঝিয়েছি, বুঝেও তুমি যদি না বুঝতে চাও তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। যে মানুষ জেগে জেগে ঘুমোয় তাকে কেউ জাগাতে পারে না।
রাখ এসব। এ কদিনে তোমরা যা বলেছ সবই আমি শুনেছি, কোন কথা বলিনি। আজ বলব। আমাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে আমার কি ভাল তোমরা চাইছ।
তানিয়ার দৃঢ়তা দেখে ছোট ভাবী একটু ভড়কে গেলেন। বড় ভাবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাবী আপনি বলুন। আমি গুছিয়ে কিছু বলতে পারব না।
বড় ভাবী বললেন, জুয়েলের মতো ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।
তানিয়া মৃদু হাসল। হতে পারে না মানে কি, বিয়ে তো হয়ে গেছে।
এ বিয়ে আমরা কেউ মেনে নিচ্ছি না।
কেন?
বললাম তো জুয়েলের মতো ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।
কেন, জুয়েলের অসুবিধা কি? সে কি দেখতে খারাপ?
বড় ভাবী কথা বলবার আগেই ছোট ভাবী বললেন, না জুয়েল দেখতে খারাপ নয়। বরং বেশ ভাল, বেশ হ্যাণ্ডসাম। জুয়েলের শত্রুরাও তার চেহারার প্রশংসা করতে বাধ্য। সিনেমায় নামলে কিংবা টিভিতে অভিনয় করলে সে খুব নাম করতে পারত।
বড় ভাবী বললেন, তানিয়াও দেখতে খুব সুন্দর।
তানিয়া শিশুর মতো অবোধ গলায় বলল, তাহলে? আমাদের দুজনকে কি স্বামী স্ত্রী হিশেবে মানাবে না?

তা মানাবে। বেশ ভালই মানাবে।
তাহলে অসুবিধাটা কোথায়?
ওদের ফ্যামিলি আমাদের পছন্দ নয়।
ফ্যামিলিতে কি হয়েছে ওদের?
বাপ নেই। বড় ভাইর ওপর সংসার। ভাই চাকরিজীবী। শুনেছি ছোট একটা ঘিঞ্জি বাড়িতে অনেকগুলো লোক গাদাগাদি করে থাকে।
তাতে তোমাদের অসুবিধা কি?
আমাদের স্টেটাসের সঙ্গে ওদের মেলে না।
ছোট ভাবী বললেন, জন্মের পর থেকে তুমি মানুষ হয়েছ রাজকন্যার মতো। ঢাকা শহরে এক বিঘার ওপর বিশাল বাড়ি তোমাদের। দুভাইয়ের দুটো গাড়ি। তোমার বাবা বিরাট বিজনেস রেখে গেছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি মাসে রোজগার করছে তোমার ভাইরা। এই বাড়ি ছাড়াও অজস্র প্রপার্টি তোমাদের আছে। তুমি কখনও কোন অভাব দেখনি, রিকশায় চড়নি। গায়ে এক ফোটা রোদ লাগেনি তোমার।
তাতে কি হয়েছে?
হয়েছে এটাই, এই ধরনের ফ্যামিলির একমাত্র মেয়ের বিয়ে ও রকম একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে হতে পারে না।
পৃথিবীতে সবাই কি তোমাদের মতো বড়লোক হয়ে জন্মাবে?
তা জন্মাবে না। কিছু কিছু লোক বড়লোক হয়ে জন্মায় কিংবা জন্মে বড়লোক হয়। বড় লোকদের বিয়ে বড় লোকদের সঙ্গেই হওয়া উচিত।
বড় ভাবী বললেন, তোমার দুভাইকে দেখ নিজেদের স্ট্যানডারড অনুযায়ী বিয়ে করেছেন। তোমার দু ভাবীই বেশ বড় ঘরের মেয়ে।
কথা বলতে বলতে বড় ভাবী বোধহয় একটু খেই হারালেন, হঠাৎ করেই থেমে গেলেন তিনি। তানিয়া তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ তারপর?
ব্যাপারটা বুঝে কথা বললেন ছোট ভাবী। আমরা চাইছি তোমারও বেশ একটা বড়লোক ঘরে বিয়ে হোক। যেসব পাত্র তোমার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড তারা সবাই বেশ বড় লোকের ছেলে। নিজেরা গাড়ি ড্রাইভ করে। হ্যাণ্ডসাম, স্মার্ট।
হারিয়ে যাওয়া কথার খেই যেন হঠাৎ করেই ফিরে পেলেন বড় ভাবী। বললেন, তাছাড়া এখুনি তোমার বিয়ের কি হয়েছে। মাত্র বি এ পড়ছ। মাস্টার্স করে তারপর ভাইদের পছন্দ মতো বিয়ে করবে। আমাদের কত স্বপ্ন তোমাকে নিয়ে। একমাত্র ননদ। বিয়েতে বিশাল ধুমধাম করব। যেখানে যত আত্মিয় স্বজন আছে আসবে। রাজকন্যার মতো বিয়ে হবে। সারা শহর জেনে যাবে তোমার বিয়ে হচ্ছে।

এসব শুনে কি রকম অসহায় বোধ করল তানিয়া। হঠাৎ করেই ভেতরটা এলোমেলো হয়ে গেল তার। কাতর গলায় তানিয়া বলল, কিন্তু বিয়ে যে আমার হয়ে গেছে!

বড় ভাবী খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে তানিয়ার পাশে বসলেন। তাঁর দেখাদেখি ছোট ভাবীও এসে বসলেন খাটের এক পাশে। www.boighar.com

বড় ভাবী বললেন, এ বিয়ে কোন বিয়ে নয়। কত মেয়ে এভাবে গোপনে বিয়ে করে গোপনে বাদ দিয়ে দেয়। কি হয় তাতে। আজকাল এসব কোন ব্যাপার নয়। তুমিও বাদ দাও।

কেন বাদ দেব?

ভাবী অবাক হলেন। ওমা এতক্ষণ ধরে তোমাকে তাহলে কি বোঝালাম

জুয়েলরা গরীব, ফ্যামিলি স্ট্যাণ্ডারড নয় এই তো বুঝিয়েছ। আমি ওদের ফ্যামিলিকে বিয়ে করিনি। আমি বিয়ে করেছি জুয়েলকে। সে আমার হাজব্যান্ড।

ছোট ভাবী বললেন, জুয়েলেরই বা কি যোগ্যতা আছে তোমার বর হওয়ার। একটি বেকার ছেলে। এম এ পরীক্ষা দিয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রেজাল্ট বেরুলে চাকরি টাকরি নেবে।

কি চাকরি নেবে? দেড় দুহাজার টাকা মাইনের একটা চাকরি পেতে জান বেরিয়ে যাবে। আজকাল চাকরি পাওয়া অত সোজা নয়।

বড় ভাবী বললেন, তাছাড়া দেড় দুহাজার টাকায় কি হয় আজকাল। বউ নিয়ে কোন মানুষ দেড় দু হাজার টাকায় চলতে পারে? তোমার নেলপলিশের দামই তো হবে না। আমাদের ড্রাইভার দুজন যেখানে মাইনে পায় দুহাজার টাকা করে সেখানে তোমার বিয়ে হবে ও রকম মাইনে পাওয়া একটা ছেলের সঙ্গে। ছিঃ ভাবাই যায় না।

তাহলে চাকরি জুয়েল করবে না। ভাইয়াদের মতো বিজনেস করবে।

বিজনেস করতে টাকা লাগবে না! টাকা পাবে কোথায়? কে দেবে?

আমি দেব।

বিজনেস করতে আজকাল অনেক টাকা লাগে। তুমি এত টাকা পাবে কোথায়?

আমার ভাগে যেসব প্রপার্টি আছে সেসব বিক্রি করে সব টাকা জুয়েলকে দিয়ে দেব।

ছোট ভাবী বললেন, তোমার ভাইয়ারা না দিলে এ ফ্যামিলি থেকে একটি পয়সাও তুমি নিতে পারবে না।

কেন? কেন পারব না?

এর মধ্যে অনেক প্যাচ আছে। প্রপার্টি ভাগ করে একটি মেয়ের পক্ষে টাকা নেয়া খুব মুশকিল। অনেক প্যাচ থাকে।

আমি ওসব প্যাচঘোচ বুঝি না। আমারটা আমি নিয়ে যাব। জুয়েলকে দিয়ে দেব। জীবনেও পারবে না।
ছোট ভাবীর কথা শুনে আবার খুব অসহায় বোধ করল তানিয়া। ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। www.boighar.com
কি বুঝে তানিয়ার কাঁধে হাত দিলেন বড় ভাবী। মায়াবি গলায় বললেন, আমি যখন এ সংসারে আসি তুমি তখন খুব ছোট। আমার শ্বশুর শাশুড়ি মারা গেছেন। তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মতো করে বড় করেছি। তোমার দুই ভাই নিজেদের ছেলে মেয়ের চে তোমাকে বেশি ভালবাসেন। আমরা চাই না তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট হোক। আমাদের কথাগুলো ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কর তুমি। দেখবে আমরা যা বলছি সেটাই ঠিক। একটাই জীবন মানুষের, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে এই জীবনটা নষ্ট করো না।
ছোট ভাবী বললেন, এখন যে আবেগ নিয়ে জুয়েলকে তুমি বিয়ে করেছ, যে আবেগ ধরে বসে আছ, এ আবেগ সব সময় থাকবে না। যখন সংসারে অভাব দেখবে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। লজ্জায় আমাদের কাছেও আসতে পারবে না, কোথাও কারও কাছে সাহায্য চাইতে গেলে তারা তোমাকে নানা রকম কথা শোনাবে, ধিক্কার দেবে, সহ্য করতে না পেরে কেঁদে কেঁদে জীবনটা ছাড়খাড় করে ফেলবে। এছাড়া তোমার আর কোন উপায়ই থাকবে না।
বড় ভাবী বললেন, ওই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়ে বলেই কিন্তু অনেক মেয়ে আত্মহত্যা করে। না এদিক সামলাতে পারে না ওদিক। এ জন্যই আমরা এত করে তোমাকে বলছি আগে ভাগে সাবধান হও। ফালতু আবেগ বাদ দাও। জীবন খুব কঠিন।
তানিয়া অসহায় গলয় বলল, তাহলে আমি কি করব?
তোমার ভাইরা কাগজপত্র রেডি করে রেখেছে। সই করে দিলে এ বিয়ে ভেঙে যাবে। তারপর ব্যাপারটি যখন চাপা পড়ে যাবে ভাল ছেলে দেখে আমরা তোমার বিয়ে দেব। রাজপুত্রের মতো বর আনবো তোমার জন্য।
যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে যখন জানবে আগে একবার বিয়ে হয়েছিল আমার!
দরকার হলে খোলাখুলি ভাবে সব বলেই তোমার বিয়ে দেয়া হবে।
সে তোমাদের কথা মেনে নেবে কেন?
ছেলেকে প্রচুর টাকা পয়সা দেয়া হবে। বাড়ি গাড়ি দেয়া হবে। যা চায় তাই দেয়া হবে।
তাতে সে এই ব্যাপারটা মেনে নেবে?
নিশ্চয় নেবে। এটা কোন ব্যাপারই নয়। টাকা থাকলে সব হয়। কত মেয়ের এভাবে দুবার তিনবার বিয়ে হচ্ছে।

যদি জুয়েল তখন ডিস্টার্ব করে?
সেসব তোমার ভাইরা দেখবে। প্রয়োজন হলে তোমাকে এদেশে-রাখাই-হবে না, বিদেশে পাঠিয়ে দেবে। আমেরিকা কিংবা কানাডায় থাকবে তুমি।
ছোট ভাবী বললেন, এসব ব্যাপার ভুলে যেতে বেশি সময় লাগে না। বিয়ে হলে বাচ্চা কাচ্চা হলে কে এসব মনে রাখে। যে সব মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ে হয় তারা কি আগের বরের কথা মনে রেখে বসে থাকে? তাহলে কি জীবন চলে!
ছোট ভাবীর চোখের দিকে তাকিয়ে অতিশয় কাতর গলায় তানিয়া বলল, কিন্তু আমি যে জুয়েলকে ভালবাসি।
কথাটা এমন ভাবে বলল সে দু ভাবীই বেশ থতমত খেয়ে গেলেন। মুখে খানিক কোন কথা জুটল না তাঁদের। বড় ভাবী তাকিয়ে রইলেন তানিয়ার মুখের দিকে আর ছোট ভাবীর বেশ বড় রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।
তানিয়া বলল, আমি যে জুয়েলকে ছাড়া কারও কথা ভাবতে পারি না। জুয়েল ছাড়া অন্য কেউ আমার বর হবে ভাবতে পারি না।
বড় ভাবী বললেন, কাউকে ভালবাসলে কোন মেয়েই প্রথম প্রথম তা ভাবতে পারে না। যখন অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায় তখন আর আগের কথা মনে থাকে না। অন্য আরেকজনকে ভালবাসতে শুরু করে।
একজনকে একবার ভালবেসে কি করে তারপর আরেকজনকে ভালবাসা যায়?
কি করে যায় সে তো বুঝিয়ে বলা মুসকিল। আমাদের তো এধরনের অভিজ্ঞতা নেই। আমরা তো বিয়ের আগে তোমার মতো প্রেম করিনি। আমাদের প্রেম হয়েছে বিয়ের পর। স্বামীর সঙ্গে।
বড় ভাবীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ছোট ভাবী বললেন, আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। পৃথিবীতে অনেক মেয়ে আছে যারা বিয়ের আগে গভীর ভাবে একজনকে ভালবাসে, কোন না কোন কারণে সেই ভালবাসার মানুষের সঙ্গে বিয়ে হল না। হল অন্য জায়গায়। তারপর কি মেয়েটি এক সময় তার স্বামীকে ভালবাসতে শুরু করে না! নয়ত সারাজীবন সেই স্বামীর সঙ্গে ঘর করে কি করে! ছেলেপুলে হয় কি করে। আসলে সময় পরিবেশ এবং চাপে পড়ে সবই ভুলে যেতে বাধ্য হয় মানুষ। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয়, কষ্ট হয় তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। কে কার কথা মনে রেখে সারাজীবন বসে থাকে বল! তোমার বিয়ে হয়ে গেলে জুয়েলও নিশ্চয় একদিন অন্য জায়গায় বিয়ে করবে। সেও তার মতো করে সেই বউকে ভালবাসতে শুরু করবে। সংসার করতে শুরু করবে। তোমরা যে যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে। কে কাকে মনে রেখে বসে থাকে বল?

ছোট ভাবীর চোখের দিকে তাকিয়ে তানিয়া বলল, আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে?
আচমকা এরকম একটি প্রশ্ন করবে তানিয়া ছোট ভাবী কল্পনাও করেননি। তিনি বেশ থতমত খেলেন। কি বললে?
এই মুহূর্তে তোমার অবস্থা যদি আমার মতো হত তুমি কি করতে?
ছোট ভাবী এক মুহূর্তও দেরি না করে বললেন, গার্জিয়ানদের কথা মেনে নিতাম। আমরা তোমাকে যে ভাবে যা বলছি, তোমার জায়গায় আমি হলে এসব কথা আমি মেনে নিতাম। নিজের স্বার্থের জন্যে, নিজের ভালর জন্য মেনে নিতাম। ভালবাসার মানুষকে বাদ দিয়ে দিতাম। কষ্ট হলেও বাদ দিয়ে দিতাম।
এ কথাটা ঠিক নয়।
ছোট ভাবী জোর গলায় বললেন, একথাটাই ঠিক।
তুমি গায়ের জোরে, আমাকে দুর্বল করার জন্য কথাটা বলছ।
না তা বলছি না। আমি যা করতাম তাই বলছি।
তাহলে আমার এই কথাটার জবাব দাও তুমি। এখন যদি তোমার গার্জিয়ানরা তোমার জন্য ছোট ভাইয়ার চেয়ে অনেক বেশি ভাল, অনেক বেশি বড়লোক একটি ছেলে জোগাড় করে এনে বলে তোর এই স্বামীকে ছেড়ে দে আর একে বিয়ে কর, তুমি রাজি হবে? www.boighar.com
তানিয়ার এ রকম প্রশ্ন শুনে ছোট ভাবী একেবারেই দিশেহারা হয়ে গেলেন। কি জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না। তাঁকে উদ্ধার করার জন্য কথা বললেন বড় ভাবী। এটা আর তোমার ব্যাপার এক নয়। এ সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।
অন্য ব্যাপার হবে কেন?
এতদিন হল ওর বিয়ে হয়েছে। বাচ্চা হয়েছে।
তাতে কি! বিয়ে তো বিয়েই। যতদিনই হোক।
না। বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেছে। এই অবস্থায় কখনও
বড় ভাবীর কথা শেষ হওয়ার আগেই তানিয়া বলল, তার মানে শরীরের ব্যাপারটিকে তোমরা খুব মূল্য দিচ্ছ?
নিশ্চয়। মেয়েদের শরীর একটি বিরাট ব্যাপার।
কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমাদের মতো নয়। আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ অন্য রকম। আমি মনে করি ভালবাসায় শরীর বড় ব্যাপার নয়। কখনও কখনও শরীর কোন ব্যাপারই নয়। মনটাই ব্যাপার। আমার মনের পুরোটা দখল করে আছে জুয়েল, এই মনে আমি অন্য কাউকে কখনও জায়গা দিতে পারব না। মরে গেলেও পারব না। আজ তোমাদেরকে একটা সত্য কথা আমি বলি, জুয়েল কিন্তু আমাকে বিয়ে করেনি, আমি

জুয়েলকে বিয়ে করেছি। ও আমাকে অনেক বুঝিয়েছে। বলেছে তুমি চেষ্টা করে দেখ তোমার ভাই ভাবীদের রাজি করাতে পার কি না। যদি একান্তই না পার তখন দেখা যাবে। সময় আছে। তাছাড়া এখুনি তো অন্য কোথাও তোমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না। আমি জুয়েলের কথা শুনিনি। আমার শুধু ভয় হচ্ছিল যখন তখন আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে জুয়েল। এখুনি ওকে জীবনের সঙ্গে জড়াতে না পারলে ওকে আমি কোনদিন পাব না। এজন্য পাগলের মতো আমি ওকে বিয়ে করেছি।
কথা বলতে বলতে শেষ দিকে গলা ধরে এল তানিয়ার। দুহাতে বড় ভাবীর একটা হাত আঁকড়ে ধরল সে। ভাবী, ভাবী তুমি আমাকে বিষ এনে দাও। আমাকে মেরে ফেল। তাও জুয়েলকে ছেড়ে দেয়ার কথা বল না। জুয়েলকে ছেড়ে একটি মুহূর্ত আমি থাকতে পারব না। বেঁচে থাকলে জুয়েলের হাত ধরে বেঁচে থাকব, মরে গেলে জুয়েলের হাত ধরে মরে যাব। জুয়েলকে আমি ছাড়ব না।
শিশুর মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগল তানিয়া।

জুয়েল স্পষ্ট শুনতে পেল শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদছে তানিয়া।
সেই শব্দে বুকটা তোলপাড় করে উঠল তার। ধরফর করে বিছানায় উঠে বসল সে। বসেই বিনুকে দেখতে পেল চায়ের কাপ হাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা যে স্বপ্ন আর কোনটা বাস্তব বুঝতে পারল না জুয়েল। ঘুমঘোর লাগা চোখে বিনুর দিকে তাকিয়ে রইল।
জুয়েলকে বিছানায় উঠে বসতে দেখেই পা টেনে টেনে এগিয়ে এল বিনু। হাসি মুখে বলল, ঘুম ভাঙল?
কথাটা যেন শুনতে পেল না জুয়েল। আগের মতোই তাকিয়ে রইল বিনুর দিকে।
এবার বিনু আর হাসল না। তীক্ষ্ম চোখে জুয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি হল? অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন?
এবার নড়েচড়ে উঠল জুয়েল। দিশেহারা গলায় বলল, কি, কি হয়েছে? কে কাঁদল? কে অমন করে কাঁদল?
বিনু খুবই অবাক হল। কোথায় কে কাঁদল!
হ্যাঁ কে যেন বেশ শব্দ করে কাঁদছিল। আমি স্পষ্ট শুনেছি।
কোথায়?

তা তো বুঝতে পারছি না।
বিনু হাসল। আপনি আসলে স্বপ্ন দেখেছেন। কোথাও কেউ কাঁদেনি। বিকেল হয়ে গেছে দেখে আমি আপনার চা নিয়ে এসেছি। দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি তখুনি আপনি ধরফর করে বিছানায় উঠে বসলেন, এই তো। www.boighar.com
জুয়েল বড় করে একটা হাপ ছাড়ল, তাই হবে। বোধহয় স্বপ্নই দেখেছি।
তারপর হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল। দূরাগত বিষণ্ন গলায় বলল, দিনের বেলায় আমার সাধারণত ঘুম হয় না। তোমাদের এখানে এসে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ছি। আজকের ঘুমটা কি রকম এলোমেলো হচ্ছিল। না ঘুম না জাগরণ ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এবং তুমি বিশ্বেস কর আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম কে যেন বেশ শব্দ করে কাঁদছে। ভারি দুঃখের কান্না। আমার বুকটা কেমন তোলপাড় করে উঠল। এখনও তেমন করছে।
কথা শুনে জুয়েলের জন্য এমন মায়া লাগল বিনুর, ইচ্ছে হল জুয়েলের বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেয়। স্বপ্ন দেখে ভয় পেলে মা যেমন শিশুর বুকে হাত বুলিয়ে দেয় ঠিক তেমন করে।
জুয়েল বলল, তুমি বিশ্বেস কর বিনু আমি স্পষ্ট শুনেছি।
গভীর মায়াবি চোখে জুয়েলের চোখের দিকে তাকিয়ে বিনু বলল, আপনার সব কথা আমি বিশ্বেস করি।
জুয়েল যে রুমে থাকে রুমটি দোতলার দক্ষিণ মাথায়। একেবারে শেষ রুম। দোতলায় ওঠার সিঁড়িটি হচ্ছে উত্তরে। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার পর বেশ খানিকটা জায়গা টানা বারান্দা, ওইটুকু জায়গা হেঁটে আসতে আসতে বিনু ভেবেছিল দরজার সামনে এসে দেখবে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে জুয়েল কিংবা উদাস চোখে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। বিনুকে দেখে মৃদু হেসে বলবে, এস।
চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বিনু বলবে, কি ভাবছিলেন?
জুয়েল সরল ভঙ্গিতে বলবে, তোমার কথা।
সে কথায় বুকের ভেতর অদ্ভুত এক অনুভূতি হবে বিনুর। মুখে দেখা দেবে অচেনা এক লাজুকতা। জুয়েলের চোখের দিকে তাকিয়ে বিনু বলবে, আমার কথা আপনি ভাবেন?
ভাবব না!
কেন?
এ কেনর উত্তর দেয়া যাবে না।
কিন্তু উত্তরটা যে আমার চাই।
চাইলে উত্তর একদিন পাবে।

কবে?
অপেক্ষা কর।
একথার পর বিনু মনে মনে বলবে, আমি চিরকাল অপেক্ষা করব। চিরকাল।
কিন্তু জুয়েলের রুমের কাছে এসে বিনু দেখল সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য। জুয়েল ঘুমোচ্ছে। সে মাত্র দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, জুয়েল ধরফর করে বিছানায় উঠে বসল। চোখে মুখে কি রকম দিশেহারা ভাব। দেখে নিজের কল্পনার কথা ভুলে গেল বিনু। মনটা অন্যরকম হয়ে গেল তার। মানুষ ভাবে এক হয় আর এক।
এসব ভেবে আনমনা হয়েছিল বিনু। জুয়েল খেয়াল করল। কি হল বিনু?
বিনু সামান্য চমকাল। কিছু বলতে যাবে তার আগেই জুয়েল বলল, আনমনা হয়ে আছ কেন?
বিনু বলল, আপনার কথা ভাবছিলাম।
জুয়েল হাসল। আমি খুব ছেলেমানুষ, না? স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠলাম।
এতে ছেলেমানুষির কি হল!
ছেলেমানুষি না! দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখে কেউ অমন করে? স্বপ্ন দেখলেও তো অনেকে তা চেপে থাকে। কাউকে বলে না।
আপনিও বলতেন না। ঠিক ওই সময় আমি আপনার দরজার সামনে এসে না দাঁড়ালে, আপনাকে অমন করে বিছানায় উঠে বসতে না দেখলে আপনি কি স্বপ্নটার কথা আমাকে বলতেন?
ঠিক জানি না বলতাম কিনা! হয়ত বলতাম না। হয়ত ভুলে যেতাম।
ভুলে না গেলেও বলতেন না। আপনি কোন কিছুই আমাকে বলতে চান না।
তুমি শুনতে চাও?
এ কথায় বুকের ভেতর সিরসির করে উঠল বিনুর। মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে জুয়েলের দিকে তাকাল সে তারপর মাথা নিচু করে আলতো গলায় বলল, চাই।
আমি তোমাকে বলব। আমি তোমাকে সব বলব বিনু।
কবে?
খুব শিঘ্রই একদিন বলব।
একথায় বিনুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। খানিক আগের ভেঙে যাওয়া কল্পনা নিয়ে তার আর কোন দুঃখ রইল না।
চায়ের কাপ বিনুর হাতে ফেরত দিয়ে জুয়েল বলল, তোমাদের বাড়িটা খুবই নিঝুম ধরনের। দিন এবং রাত প্রায় এক রকমই লাগে এই বাড়িতে।
বিনু বলল, হ্যাঁ বিকেল বেলা যেন আরও বেশি নিঝুম লাগে। সামনে শীতকাল, এই সময়কার বিকেলগুলো অদ্ভুত হয়। সব কিছু কি রকম চুপচাপ লাগে। নির্জন লাগে।

এত বড় বাড়িতে এ কজন মাত্র মানুষ। বিকেল বেলা বাবা আড্ডা দিতে চলে যান বাজারের দিকে। মা বাগানে গিয়ে গাছপালার যত্ন করেন। কাজের লোকজন যে যাকে নিয়ে ব্যাস্ত। শুধুমাত্র আমারই কোন কাজ নেই।

কে বলল তোমার কোন কাজ নেই!

বিনু অবাক হল। কি কাজ আমার?

এই আমি হচ্ছি তোমার কাজ।

কথাটা বুঝতে পারল না বিনু। তবে জুয়েলের বলার ভঙ্গিটা খুব ভাল লাগল তার। বিনু মুগ্ধ হল। চোখ তুলে জুয়েলের চোখের দিকে একবার তাকাল সে। তারপর মাথা নিচু করে বলল, আপনি আবার কাজ হলেন কি করে?

এই যে সারাক্ষণ আমার দিকে চোখ রাখছ তুমি। চা এনে দিচ্ছ, বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছ। খাওয়া ঘুম এসবের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ। এগুলোই তো কাজ।

বিনু মনে মনে বলল, এ যে আমার কি আনন্দের কাজ সে আপনি বুঝবেন না।

কিন্তু মুখে বলল অন্য কথা। এত কিছুর পরও তো ভাল থাকছেন না আপনি। সারাক্ষণই কেমন মন খারাপ করে আছেন। কি যেন ভাবছেন। সারাক্ষণ কার কথা ভাবেন আপনি?

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে তানিয়ার কথা মনে পড়ল জুয়েলের। ঘুমঘোরে স্পষ্টই তানিয়ার কান্না শুনেছে সে। এ কদিনে এই প্রথম এমন হল। প্রতিটি মুহূর্তেই তানিয়ার কথা মনে পড়ছে তার। তানিয়ার কথা ভাবছে সে। রাতের বেলা তানিয়ার কথা ভেবে ঘুম হচ্ছে না। খেতে বসলে মনে পড়ে, বেড়াতে গেলে মনে পড়ে, সারাক্ষণই তানিয়া আছে তার মন জুড়ে। চোখ খোলা রেখে, চোখ বন্ধ করে কেবল তানিয়ার মুখই সারাক্ষণ দেখছে সে। তার দেহ আছে এই খানে, মন পড়ে আছে তানিয়ার কাছে।

কিন্তু তানিয়া অমন করে কাঁদছিল কেন! জুয়েল যে স্পষ্ট শুনল! তাহলে কি জোর করে তানিয়ার ভাই ভাবীরা তানিয়াকে জুয়েলের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চাইছে। সেই কষ্ট সইতে না পেরে কি শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদছে তানিয়া!

জুয়েলের ইচ্ছে হল এক্ষুণি ছুটে যায় তানিয়ার কাছে। গিয়ে দুই করতলে তুলে ধরে তানিয়ার মুখ। গভীর ভালবাসার গলায় বলে, কাঁদছ কেন তুমি! এই তো আমি তোমার কাছে। পৃথিবীর কেউ কখনও আমার কাছ থেকে তোমাকে সরিয়ে নিতে পারবে না। একমাত্র মৃত্যুই পারে আমাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করতে। এই যে আমি তোমার হাত ধরলাম, এভাবে কৃষ্ণ ধরেছিল রাধার হাত। এই যে আমি তোমার হাত ধরলাম, এই ভাবে মজনু ধরেছিল লাইলির হাত। পৃথিবীর প্রতিটি সত্যিকার প্রেমিক এভাবেই ধরে প্রেমিকার হাত। কখনও কখনও মৃত্যুও তাদের এই হাত ছাড়াতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের হাত ধরেই মরে যায় তারা।

জুয়েল যে নিজের ভেতর ডুবে গভীর করে ভাবছে কিছু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিনু তা বুঝতে পারছিল।
কিন্তু অমন করে কি ভাবছে জুয়েল! কার কথা ভাবছে? বিনুর কথা?
এই ভেবে বিনুর মন আনচান করে উঠল। শরীরের ভেতর মৃদু সুরে বেজে উঠল অচিন রাগিনী। আলতো গলায় বিনু বলল, কি ভাবছেন?
জুয়েল চমকে উঠল। না কিছু না। কিছু ভাবছি না www.boighar.com
কিছু আপনি নিশ্চয় ভাবছেন। আপনার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল।
তুমি কি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলে? কই আমি যে দেখতে পেলাম না!
কি করে দেখবেন! আপনি তো তখন নিজের ভাবনায় ডুবে আছেন। নিজের ভাবনায় এমনভাবে ডুবে থাকলে কেউ কিছু দেখতে পায়!
তারপরই বিনুর ইচ্ছে হল জুয়েলের হাতটা একটু ধরে, ধরে গভীর আবেগে জিজ্ঞেস করে, নিজের ভেতর অমন করে ডুবে আপনি কি আমার কথা ভাবছিলেন! আমার কথা আমাকে বলতে আপনার অত সংকোচ কেন? বলুন, আপনি যে আমার কথা ভাবছিলেন সে কথা আমাকে আপনি বলুন। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে গভীর আবেগের গলায় বলুন। যে ভাবে কৃষ্ণ বলেছিল রাধাকে। মজনু বলেছিল লাইলিকে।
ঠিক তখুনি যেন হঠাৎ করে মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে জুয়েল বলল, এই তুমি সেদিন কোন বোষ্টমির কথা বলেছিলে না? কোথায় থাকে সে?
বিনু অবাক গলায় বলল, আমাদের গ্রামেই। ঝিলের দিকে যাওয়ার রাস্তায় পড়ে।
কেন?
আমাকে একটু তার কাছে নিয়ে যেতে পার?
বিনু হাসল। পারব। কিন্তু বোষ্টমির কাছে নিয়ে গেলে আপনি যে ধরা পড়ে যাবেন। আপনার মুখ দেখে সে আপনার মনের কথা সব বলে দেবে।
এ জন্যই যেতে চাইছি।
আমি সঙ্গে থাকলে আমি যে আপনার সব কথা জেনে যাব?
তাকে কোন অসুবিধা নেই।
এ কথা শুনে গভীর আনন্দে মন ভরে গেলে বিনুর। মনে হল আজকের মতো এত সুন্দর দিন তার জীবনের আর কখনও আসেনি। আজকের মতো এত সুন্দর বিকেল তার জীবনে আর কখনও আসেনি। এক জীবন ধরে সে যা চেয়েছে আজ সে তা পেয়ে যাচ্ছে।
ছটফটে উচ্ছল গলায় বিনু তারপর বলল, কখন যাবেন?
চল এক্ষুণি যাই।
চলুন।

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামল জুয়েল। গভীর আনন্দে ছটফট করে উঠল। বোষ্টুমি যদি সত্যি সত্যি মুখ দেখে সব বলতে পারেন তাহলে জুয়েল যার কথা ভাবছে সে কেমন আছে, কি করছে এসব নিশ্চয় জানা যাবে। তানিয়ার কথা সব জানা হয়ে গেলে উৎকণ্ঠা কমে যাবে জুয়েলের। মন ভাল হয়ে যাবে। এখানে যে কদিন থাকবে ভাল থাকতে পারবে। কোন টেনশান নেই, দুঃখ বেদনা নেই, আনন্দে কাটবে দিনগুলো।

তানিয়া কি সত্যি আজ কেঁদেছে। কেন কেঁদেছে। কোন দুঃখ বেদনায়! বোষ্টমি যদি এসব কথা বলে দিতে পারেন!

এসব যদি সত্যি সত্যি জানা যায়!

আর বিনুর তখন শরীর জুড়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি। মন জুড়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি। বারান্দা দিয়ে ছুটে যেতে যেতে তার মনে হচ্ছিল পলিওতে নষ্ট হয়ে যাওয়া ডান পাটি তার ভাল হয়ে গেছে। ডান পা যেন টেনে টেনে হাঁটতে হচ্ছে না। এই তো স্বাভাবিক মানুষের মতো ছুটে যেতে পারছে সে! এই তো কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়ে থাকা রাধার মতো ছুটে যেতে পারছে সে। মজনু প্রেমে বিভোর হয়ে থাকা লাইলির মতো ছুটে যেতে পারছে।

আবেদ সাহেব বললেন, কি বলল?

স্ত্রী একটু আনমনা ছিলেন। বললেন, কে কি বলল? তানি! দাঁড়াও বলছি।

আবেদ সাহেবের বড় ছেলে বাবলু দাঁড়িয়ে আছে মায়ের সামনে। জিনসের সুন্দর একটা ড্রেস পরেছে সে, পায়ে শাদা কেডস। দেখতে বেশ লাগছে ছেলেটিকে। ক্লাস টেনে পড়ে বাবলু। কিন্তু দেখায় বেশ বড়। বাবলুর গ্রোথ বেশি। ফিগার সুন্দর।

বাবলুর দিকে তাকিয়ে নিজের এই বয়সটার কথা মনে পড়ল আবেদ সাহেবের।

ঠিক তখুনি বাবলু তাড়া দিল মাকে। কি হল আম্মু দিচ্ছ না কেন?

আবেদ সাহেব বললেন, ছেলেটা কি চাচ্ছে ইয়াসমিন?

ইয়াসমিন বললেন, টাকা।

দিয়ে দাও।

দুশো টাকা চাচ্ছে।

দিয়ে দাও।

boighar.com

এতগুলো টাকা দিয়ে কি করবে জানতে চাইলে না?
জানবার দরকার নেই। দিয়ে দাও। ছেলে বড় হয়েছে। দুশো টাকা এমন কি!
বাবলু বলল, বাবা আমরা সব বন্ধু মিলে এবার বেডমিন্টন খেলব। দুশো করে টাকা চাঁদা দিতে হবে একেকজনকে।
ঠিক আছে। তোমার আম্মুর কাছে থেকে টাকা নিয়ে যাও।
ইয়াসমিন আলমারি খুলে টাকা বের করে দিল।
টাকা নিয়ে ছটফটে ভঙ্গিতে চলে গেল বাবলু। বাবলুর দিকে তাকিয়ে মেয়েটির কথা মনে পড়ল আবেদ সাহেবের। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মুন্নি কই?
ছাদে?
ছাদে কি করছে?
টুপলুকে নিয়ে, কাজের মেয়েটিকে নিয়ে ছাদে গেল। খেলা করবে।
টুপলুকে মুন্নি খুব আদর করে, না?
ভীষন। টুপলু হচ্ছে মুন্নির জান। টুপলু আর মুন্নিকে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না যে ওরা চাচাত বোন। ভাববে আপন বোন। টুপলুও মুন্নির জন্যে পাগল।
আমরা দুভাই এমন পাগল ছিলাম তানিয়ার জন্য।
এখন নেই?
এখনও আছি। তবে আমাদের দুজনেরই মন ভেঙে দিয়েছে সে।
আবেদ সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এ রকম বাড়ির মেয়ে হয়ে, আমাদের বোন হয়ে এ রকম একটা কাজ তানিয়া করবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।
একটু থেমে আবেদ সাহেব বললেন, আচ্ছা এবার বল।
ইয়াসমিন বুঝি আবার আনমনা হয়েছিলেন। স্বামীর কথা বুঝতে পারলেন না। বললেন, কি বলব?
এবার বেশ রেগে গেলেন আবেদ সাহেব। আরে তোমার হয়েছে কি! তানিয়ার কথা জানতে চাইছি। তোমরা দুজন যে ওকে বোঝাতে গেলে কি বলল সে? কথাটথা বলল নাকি আগের মতোই চুপ করে রইল?
ইয়াসমিন স্বামীর সুখের দিকে তাকালেন। না আজ আর চুপ করে থাকেনি। কথা বলেছে। জানতে চাইল জুয়েলের অপরাধ কি! সে কি তানিয়ার যোগ্য নয়!
তোমরা কি বললে?
বললাম ওদের ফ্যামিলি আমাদের পছন্দ নয়। ছেলেটি বেকার। ও রকম ফ্যামিলিতে তানিয়ার কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না। রোজ যা বোঝাই তাই।
কিন্তু তানিয়া কি বলল?
অদ্ভুত একটি কথা বলেছে। জুয়েল ওকে এখন বিয়ে করতে চায়নি। তানিয়াকে

বলেছিল তোমাদেরকে রাজি করিয়ে আরও পরে করতে।
মানে কি! তানিয়াকে বলেছিল আমাদেরকে ম্যানেজ করতে?
হ্যাঁ। কিন্তু তানিয়া বুঝে গিয়েছিল তোমাদেরকে সে ম্যানেজ করতে পারবে না, এজন্যে চাপ দিয়ে জুয়েলকে সে বিয়ে করেছে।
আবেদ সাহেব ফ্যাল ফ্যাল করে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। বল কি?
হ্যাঁ। তানিয়া আজ পরিষ্কার সব বলল।
আশ্চর্য ব্যাপার, ওই ছেলেটির চে আমি তো তানিয়ারই দোষ দেখছি বেশি।
স্বামীর কথা শুনে ইয়াসমিন একটু বিরক্ত হলেন। এই এক দোষ তোমার। যে কোন কথা শুনে লাফ দিয়ে ওঠ। কথার ভেতরকার প্যাচটা ভেবে দেখ না।
এ কথার ভেতর আবার প্যাচ কি! এ তো পরিষ্কার কথা।
না পরিষ্কার কথা নয়। এই কথার ভেতরও প্যাচ আছে। জুয়েলকে আমাদের কাছে ভাল ছেলে প্রমাণ করার জন্য এটা তানিয়া বানিয়েছে। নিজের কাঁধে দোষ নিয়ে স্বামীকে সেভ করছে।
স্বামী শব্দটি শুনে আবেদ সাহেব বেশ বিরক্ত হলেন। ঝাঁঝাল গলায় বললেন, স্বামী স্বামী কর না। কিসের স্বামী?
ইয়াসমিন হাসলেন। তানিয়ার সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে ছেলেটির বিয়ে হয়েছে। লিগেলি সে তানিয়ার স্বামী। শুনতে তোমাদের খারাপ লাগলেও এটা না মেনে পারবে না।
বাদ দাও ওসব। আসল কথা বল। শেষ পর্যন্ত কি বলল তানিয়া?
ইয়াসমিন একটু বিরক্ত হলেন। একটি মেয়ে এই অবস্থায় কি বলতে পারে তুমি বোঝ না!
বুঝব না কেন? কিন্তু তানিয়ারও তো আমাদের দিকটা বোঝা উচিত।
যে মেয়ে নিজের জীবনের জন্যে এত বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে সে কি এখন অন্য কিছু বুঝবে। তাছাড়াও মেয়েদের অন্য রকম কিছু ব্যাপার থাকে। একবার কাউকে ভালবাসলে সেই মানুষকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে চায় না মেয়েরা। বিয়ে হয়ে গেলে তো কথাই নেই। যেমন করে পারে স্বামীকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। ভালবেসে রাজকন্যা গিয়ে ঘর বাঁধে রাখালের সঙ্গে। তারা কোন বৈষয়িক ব্যাপার ভাবে না। তারা ভাবে শুধু ভালবাসার কথা।
তুমি দেখি তানিয়ার পক্ষে কথা বলছ!
আমি পক্ষ বিপক্ষ বুঝি না। আমি সত্য কথা বলছি।
এসব কথা তানিয়ার সামনে বলনি তো!
আরে না বললে উল্টো রেজাল্ট হবে এ আমি বুঝি।
শোভা কি বলল?

আমরা দুজনে একই কথা বলেছি। তোমরা দুভাই তোমাদের বউদের পাঠিয়েছ বোনকে বোঝাবার জন্য। তারা তো তোমাদের হয়েই কথা বলবে!
ওই ছেলেটিকে শায়েস্তা করার জন্য সাবের যা যা করছে এসব বলেছ তানিয়াকে?
না। ওসব বলা ঠিক হত না।
ভাল করেছ। সব কথা না বলাই ভাল। আমার ভাই হয়েও সাবের কিন্তু আমার মতো নরম নয়। খুবই রাগি ছেলে। যত টাকাই লাগুক জুয়েলকে সে দেখে নেবে।
ওসব করার আগে নিজেদের বোনটির কথা ভাবা উচিত।
বোনের কথা ভেবেই এসব করছি আমরা।
তানিয়া খুব সরল সোজা মেয়ে। তবে খুব জেদি। জেদ করে যদি খারাপ কিছু করে ফেলে!
এর চেয়ে খারাপ আর কি করবে। এত বড় ফ্যামিলির মেয়ে হয়ে একটি ভ্যাগাবন্ডকে বিয়ে করে ফেলেছে, এরচে খারাপ কাজ সে আর কি করবে।
যখন দেখবে জুয়েলকে পাচ্ছে না, আমরা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করছি, যদি সুইসাইড করে?
www.boighar.com
সুইসাইড শব্দটা শুনে বুকটা ধক করে উঠল আবেদ সাহেবের। বলল?
না তা বলেনি। আমার মনে হয়েছে বলে বললাম। তানিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি এবং শোভা দুজনেই একথা ভেবেছি। তানিয়া এক সময় বলছিল আমাকে তোমরা বিষ এনে দাও। বিষ খেয়ে মরে যাব আমি তাও জুয়েলকে ছাড়ার কথা বল না।
তারপর শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছিল। এমন করে তানিয়াকে আমি কখনও কাঁদতে দেখিনি। মনটা এত খারাপ হল। গভীর দুঃখ ছাড়া মানুষ এভাবে কাঁদতে পারে না।
ইয়াসমিনের মুখে সুইসাইড শব্দটা শোনার পর থেকেই বুকের ভেতরটা কেমন করছে আবেদ সাহেবের। এখন তানিয়ার কান্নার কথা শুনে একেবারেই দিশেহারা হয়ে গেলেন তিনি। মনে হল তানিয়া এখনও সেই ছোট্ট শিশুটি আছে। সাত বছরের তানিয়াকে রেখে মা বাবা দুজনেই মারা গেছেন। আবেদ সাহেব তখন বি এ পরীক্ষা দিয়ে বাবার বিরাট বিজনেস সামলাতে শুরু করেছেন। মা বাবাকে হারিয়ে ছোট্ট তানিয়া বড় ভাইকেই মা এবং বাবা ভাবতে শুরু করেছিল। সারাদিন বিজনেস সামলে বাড়ি ফেরার পর তানিয়া তার ভাইকে নিয়ে যে কি করত! কি রেখে কি করবে বুঝতে পারত না। একবার কোলে উঠত একবার গলা জড়িয়ে ধরত। কি যে আকুলি বিকুলি ভাইকে নিয়ে।
আবেদ সাহেবও তানিয়া ছাড়া কিছু বুঝতেন না। তখনও বিয়ে করেননি। বাড়িতে

ঝি চাকর আছে। দুর সম্পর্কের এক ফুপু এসে থাকতেন। তানিয়াকে দেখার লোকের অভাব ছিল না। তবু ছোট্ট বোনটিকে নিয়ে সারাক্ষণই এক ধরনের টেনশানে থাকতেন আবেদ সাহেব। তাঁর কেবলই মনে হত তানিয়া কোথাও কোন ব্যথা পেল কিনা, ব্যথা পেয়ে কাঁদল কিনা। বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে এসব ভেবে আনমনা হয়ে যেতেন। ঘন্টায় ঘন্টায় ফোন করতেন বাড়িতে। তানিয়ার খোঁজ খবর নিতেন। তানিয়ার সঙ্গে কথা বলতেন।

সেই তানিয়া আজ চিৎকার করে কেঁদেছে। গভীর দুঃখ সইতে না পেরে কেঁদেছে। আবেদ সাহেবের মনে হল তিনি তাঁর ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত, হঠাৎ বাড়ি থেকে ফোন এসেছে ছোট্ট তানিয়া মস্ত বড় একটা ব্যথা পেয়েছে। ব্যথা পেয়ে ভাইয়া ভাইয়া করে কাঁদছে। সব ফেলে দিশেহারার মতো লাফিয়ে উঠেছেন তিনি। বাড়ির দিকে ছুটেছেন। এখনও ঠিক তেমন একটি ব্যাপার হল। নিজের অজান্তে উঠে দাঁড়ালেন আবেদ সাহেব। দিশেহারার মতো ঘর থেকে বেরুলেন।

স্বামীকে ওভাবে বেরুতে দেখে খুবই অবাক হলেন ইয়াসমিন। ব্যাকুল গলায় বললেন, কোথায় চললে তুমি?

আবেদ সাহেব আনমনা গলায় বললেন, তানিয়ার রুমে। তানিয়াকে একটু দেখে আসি।

ওকে আবার দেখার কি হল?

কি যে হয়েছে সে তুমি বুঝবে না।

আবেদ সাহেব হন হন করে হেঁটে চলে গেলেন।

ইয়াসমিন খানিক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন তারপর নিজেও চললেন স্বামীর পিছু পিছু।

পর্দা সরিয়ে বিশাল জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তানিয়া।

অপলক চোখে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। কখন যে ভাইয়া এসে পাশে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে জুয়েলের কথা ভাবছিল সে। কতদিন জুয়েলের মুখটা দেখে না। জুয়েলের গলা শোনে না। জুয়েলকে একটু ছুঁয়ে দেখে না। কবে যে আবার জুয়েলের মুখটা দেখতে পাবে সে, জুয়েলকে একটু ছুঁয়ে দেখবে কে জানে।

বুক কাঁপিয়ে গভীর করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তানিয়ার। পাশে দাঁড়ান আবেদ সাহেব দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা পেলেন। বুকটা হু হু করে উঠল তাঁর। গভীর মায়াবি গলায় বললেন, কি হয়েছে তানিয়া?

চমকে মুখ ফেরাল তানিয়া। আবেদ সাহেবকে পাশে দাঁড়ান দেখে প্রথমে খুব থতমত খেল। তারপর অপলক চোখে ভাইয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আবেদ সাহেবও তাকিয়েছিলেন তানিয়ার দিকে। তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তানিয়াকে দেখছিলেন। কোন ফাঁকে সদ্য ফুটে ওঠা ফুলের মতো সজীব বোনটি তাঁর অমন শুকিয়ে গেছে, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে? কোন সে গভীর দুঃখে এমন করে ঝরে যেতে বসেছে সে। মা বাবা মারা যাওয়ার পর যে বোনটিকে নিজের সন্তানের মতো বুকে আগলে বড় করেছেন তিনি আজ এ কি অবস্থা তার। তানিয়ার এই দুঃখি মুখ দেখার জন্যেই কি বোনটিকে এত যত্নে মানুষ করেছেন তিনি?

তানিয়ার যাবতীয় অপরাধের কথা মুহূর্তে ভুলে গেলেন আবেদ সাহেব। গভীর মায়া মমতায় ডান হাতটি রাখলেন তানিয়ার মাথায়। অদ্ভুত মায়াবি গলায় আবার বললেন, কি হয়েছে?

ভাইয়ার এরকম গলা বহুকাল শোনেনি তানিয়া। সেই ছেলেবেলায় শুনেছে। কোন কিছু চেয়ে না পেলে ভাইয়া যখন তার সামনে এসে দাঁড়াতেন, তীব্র অভিমানে যখন কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে থাকত তানিয়ার তখন ভাইয়া ঠিক এরকম মায়াবি গলায় বলতেন, কি হয়েছে তানিয়া?

সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় অভিমান ভেঙে যেত তানিয়ার। দুহাতে ভাইয়ার গলা জরিয়ে ধরে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদত। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাইয়া তখন বলতেন, কাঁদে না কাঁদে না। তুই যা চাইবি সব আমি এনে দেব। সব এনে দেব।

আজও ঠিক তেমন হল তানিয়ার। ভাইয়ার ওরকম গলা শুনে তার মনে হল সে এখনও সেই ছোট্ট শিশুটিই আছে। আর ভাইয়াও আছেন আগের ভাইয়া। পাগলের মতো দুহাতে ভাইয়ার গলা জড়িয়ে ধরল তানিয়া। শিশুর মতো আকুলি বিকুলি করে কাঁদতে লাগল। ভাইয়া ও ভাইয়া, ভাইয়া।

তানিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আবেদ সাহেব টের পেলেন মাঝখানকার দীর্ঘ একটি সময় কোন ফাঁকে যেন মুছে গেছে জীবন থেকে। তিনি সেই যুবক বয়সেই আছেন আর তানিয়া আছে ছোট্ট শিশুটি। তানিয়ার মাথায় পিঠে তীব্র আবেগে হাত বোলাতে বোলাতে আবেদ সাহেব বললেন, কাঁদে না কাঁদে না। তুই যা চাইবি সব আমি এনে দেবে। সব এনে দেব।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যটি দেখতে পেলেন ইয়াসমিন। দেখে বহুকাল পর অদ্ভুত এক তৃপ্তি পেলেন। মনে হল তাঁর মেয়েটিকেই বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে

মেয়ের বাবা। মেয়ের অভিমান ভাঙাচ্ছে। যে জিনিস চেয়ে পায়নি মেয়ে সে জিনিস তার হাতে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।
এসব ভেবে ঠোঁটে সুন্দর এক হাসি ফুটে উঠল ইয়াসমিনের।

বোষ্টুমিদি হাসি হাসি মুখ করে বললেন, শুভ।
জুয়েল একেবারে লাফিয়ে উঠল। সত্যি?
বিনু চোখ পাকিয়ে জুয়েলের দিকে তাকাল। বোষ্টমিদি কি কখনও মিথ্যে বলেন!
জুয়েল খুবই লজ্জা পেল। কাঁচুমাচু গলায় বলল, আমি সেই অর্থে কথাটা বলিনি।
কোন অর্থে বলেছেন?
বিশেষ কোনও অর্থে নয়। আনন্দ প্রকাশ করার জন্য বলেছি।
বোষ্টমিদি বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি।
তারপর আবার তাকালেন জুয়েলের মুখের দিকে। অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন।
এ রকম চোখ করে কেউ কারও দিকে তাকিয়ে থাকলে খুবই অস্বস্তি লাগার কথা। জুয়েলেরও লাগছে। কিন্তু কিছু করার নেই। সে তো ইচ্ছে করেই বোষ্টমিদির কাছে এসেছে। যদি মুখ দেখে সত্যি সত্যি কিছু বলতে পারেন তিনি! এতদিন হল ঢাকা থেকে সরে আছে সে। এত বড় একটা প্যাচঘোচ লেগে গেছে জীবনে। তানিয়ার কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানে না। শহীদ গেছে খবর নিতে। আদৌ কোনও খবর নিতে পারবে কিনা তাই বা কে জানে। কবে ফিরবে তারও ঠিক নেই। এই ফাঁকে বোষ্টমিদির মাধ্যমে যদি তানিয়াকে নিয়ে ভালমন্দ ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহলে মনের ভেতরকার অশান্তিটা কমে যাবে। যে রকম টেনশান নিয়ে শহীদের ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে সেই টেনশানটা থাকবে না জুয়েলের। www.boighar.com
ওরা বসে আছে বোষ্টমিদির বাড়ির উঠোনে।
ছোট্ট এক চিলতে বাড়ি বোষ্টমিদির। ছোট্ট দোচালা একটি টিনের ঘর। একপাশে রান্নাচালা, রান্নাচালার পেছনে বাঁশঝাড়। বাড়ি ঢোকার মুখে দুটো আম গাছ, দোচালা ঘরটির পেছনে অনেকগুলো কলাগাছ। আর সামনে, দরজার একপাশে একটি হাসনুহেনার ঝাড় অন্যপাশে বেশ কয়েকটি বেলফুলের চাড়া। উঠোনটি একেবারে ঝকঝকে তকতকে। চমৎকার করে নিকোনো, কোথাও গাছের একটি

পাতাও পড়ে নেই। এ রকম পরিচ্ছন্নতায় মানুষের মন প্রফুল্ল হয়ে যায়। তবে সবচে বেশি প্রফুল্ল হয় বোষ্টমিদিকে দেখলে। চল্লিশের ওপর বয়স হবে তবু দেখতে কি সুন্দর। শ্যামলা মুখখানি অপার্থিব এক আলোয় সারক্ষণই যেন উজ্জ্বল হয়ে আছে। বোষ্টমিদি কথা বলেন খুব কম। শুধু হাসেন। দাঁতগুলো এত সুন্দর, এত ঝকঝকে, হাসিটি এত মিষ্টি, বোষ্টমিদি হাসলে চারদিকে কেমন উদ্ভাসিত হয়ে যায়। শাদা পরিষ্কার থান পরে আছেন। গলায় পুতির দানার মতো দানা দানা গেরুয়া রঙের একটি মালা। সারা শরীরে ওই একটি মাত্র অলংকার তাঁর। এই সামান্য অলংকারেই অসাধারণ হয়ে আছেন তিনি।

বোষ্টমিদি তাকিয়ে ছিলেন জুয়েলের মুখের দিকে, আর জুয়েল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল বোষ্টমিদিকে। পাশে যে বিনু আছে সে কথা যেন মনেই নেই তার।

বোষ্টমিদি আবার বললেন, শুভ শুভ।

জুয়েলের গা কাঁটা দিয়ে উঠল। বুকের অনেক ভেতর দিয়ে কুলকুল করে বয়ে গেল বেনোজলের মতো গাঢ় এক আনন্দ। ব্যাপারটি লক্ষ্য করে।

হাসলেন বোষ্টমিদি। কোন কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই।

জুয়েল কথা বলবার আগেই বিনু বলল, কেন?

এমনি। আমি সব বুঝে গেছি।

তাহলে বলে দিন বোষ্টমিদি।

বোষ্টমিদি এবার বিনুর মুখের দিকে তাকালেন। মিষ্টি করে হাসলেন। ওই যে বললাম শুভ।

এ কথায় বিনুর মনের খুব ভেতরে অদ্ভুত এক দোলা লাগল। গা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। জীবনে এই প্রথম এ রকম অনুভূতি হল তার। আজকের আগে কখনও এমন হয়নি।

তারপর আশ্চর্য এক লজ্জা হল বিনুর। কিছুতেই বোষ্টমিদির চোখের দিকে আর তাকাতে পারল না সে। তবে তার তখন বারবার জুয়েলের মুখটা দেখতে ইচ্ছে করছে। জুয়েলের হাতটা একটু ধরতে ইচ্ছে করছে। শুভ তো হবেই। অশুভ হওয়ার কোন কারণ নেই। হৃদয় দিয়ে সত্যিকার ভাবে কাউকে চাইলে কিছুতেই তা অশুভ হতে পারে না। জুয়েলকে তো বিনু হৃদয় দিয়েই চেয়েছে। এমন করে জীবনে কখনও কিছু চায়নি বিনু। না মা বাবার কাছে, না ভাই বন্ধুর কাছে। হৃদয় দিয়ে বিনু শুধু জুয়েলকেই চেয়েছে। হৃদয় দিয়ে বিনু শুধু জুয়েলের হৃদয় চেয়েছে। এই চাওয়া অশুভ হয় কি করে।

জুয়েল বলল, আমি দুএকটা কথা বলব বোষ্টমিদি!

বোষ্টমিদি হাসিমুখ বললেন, বল।

আপনি আরও কিছু কথা বলুন। ভেতরে ভেতরে আমি বেশ অস্থির হয়ে আছি। আপনি আরও কিছু কথা বললে অস্থিরতা আমার কমবে। এ রকম অস্থিরতা নিয়ে সারাক্ষণ থাকা খুবই কষ্টের। আপনি আমার কষ্ট একটু কমিয়ে দিন।

অস্থিরতা এসময় থাকবে। অস্থিরতা এসময় কমবে না।

কথাটা বলেই বিনুর দিকে তাকালেন বোষ্টমিদি, হাসলেন। জুয়েলও তাকাল বিনুর দিকে। দুজনে চোখাচোখি হল। মুহূর্তের জন্য। তারপর চোখ নামাল বিনু। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

বোষ্টমিদিকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাস করতে ইচ্ছে করছে জুয়েলের। কিন্তু বিনু বসে আছে পাশে। বন্ধুর ছোট বোন। জুয়েল তানিয়া সম্পর্কে এখনও কিছুই জানে না সে। এ অবস্থায় কি করে তার সামনে তানিয়ার কথা জিজ্ঞেস করে জুয়েল!

কিন্তু তানিয়া কেমন আছে, তাদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কি ধরনের অশান্তি হচ্ছে তানিয়াদের বাড়িতে সরাসরি বোষ্টমিদিকে এসব জিজ্ঞেস করতে খুব ইচ্ছে করছে জুয়েলের। বোষ্টমিদির মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছে করছে সব। তবে বোষ্টমিদি যে দুবার শুভ বলেছেন তাতে বোঝা যায় অবস্থাটা ভালই। বড় রকমের কোন জটিলতা বোধহয় নেই।

বোষ্টমিদি ঠিক তখুনি বললেন, এখনও একটি বাঁধা আছে।

কথাটা শুনে জুয়েল এবং বিনু একসঙ্গে বোষ্টমিদির মুখের দিকে তাকাল। দুজনেই চমকাল, চিন্তিত হল।

তবে দুজনের চিন্তা দুরকম। জুয়েল ভাবল একটি কোথায় বাঁধা তো আসলে দুটো। তানিয়ার দুভাই। তারা তো কিছুতেই মেনে নিচ্ছে না ব্যাপারটি। তারপরই জুয়েল ভাবল তাহলে কি দুভাইয়ের মধ্যে একজন ম্যানেজড হয়েছেন, আরেকজন এখনও হননি। সেই অর্থে বাঁধা কি তাহলে এখন এক ভাই! কোন ভাই? আবেদ না সাবের? বোধহয় আবেদ ভাইই হয়েছেন। তিনি বেশ নরম মনের মানুষ। তানিয়াকে ভালও বাসেন প্রচণ্ড। হয়ত তানিয়ার দুঃখি করুণ মুখ দেখে মন গলে গেছে তার। হয়ত তানিয়ার মুখের দিকে তাকিয়েই ব্যাপারটি তিনি মেনে নিয়েছেন। অবশ্য আবেদ ভাই ম্যানেজড হলে সাবের ভাইয়েরও হতে হবে। বড় ভাইয়ের ওপর দিয়ে তিনি কোন কথা বলবেন না।

আর বিনু ভাবছিল অন্যকথা। তার কিছুতেই মাথায় আসছে না বাঁধাটা কি! সব জানাজানি হলে বাবা কি মেনে নেবেন না ব্যাপারটি! নাকি মা!

কিন্তু মেনে তাঁরা নেবেন না কেন! পাত্র হিসেবে জুয়েল তো অসাধারণ। রাজপুত্রের মতো দেখতে। শিক্ষিত স্মার্ট। বরং বিনুই তার উপযুক্ত নয়। কালো একটি মেয়ে। পলিও হয়ে ডান পা নষ্ট হয়ে গেছে। পড়াশুনোয় তেমন ভাল না। সারা জীবন গ্রামে

বড় হয়েছে। আচার আচরণে রয়ে গেছে গ্রাম্যভাব, জুয়েল যে তাকে পছন্দ করেছে এই তো বেশি। এমন মেয়েকে যে জুয়েল পছন্দ করেছে বিনুর মা বাবার তো এজন্য জুয়েলের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ঠিক তখুনি শহীদের কথা মনে পড়ল বিনুর। তাহলে দাদাই কি মেনে নেবে না ব্যাপারটি! বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে! বন্ধুর সঙ্গে নিজের ছোট বোনের সম্পর্ক মেনে নেব না! কিন্তু এ রকম তো প্রচুর হয়। অসুবিধা কি? কত গল্প উপন্যাসে বন্ধুর ছোট বোনের সাথে প্রেম হয়, বিয়ে হয়। তাতে তো কোন অসুবিধা নেই, সিনেমায় তো সব সময়ই এরকম দেখা যায়।

বোষ্টমিদি বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই বাঁধাটি কেটে যাবে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একত্রে হাপ ছাড়ল দুজন। নিজের অজান্তেই বিনুর ঠোঁটে ফুটে উঠল অপূর্ব এক হাসি।

বিনুর আবার ইচ্ছে হল জুয়েলের হাতটা একটু ধরে। আর জুয়েলের ইচ্ছে হল বোষ্টমিদিকে জিজ্ঞেস করে সব বাঁধা বিঘ্ন কেটে কতদিনের মধ্যে ঠিকঠাক হবে সব। কবে দুজন দুজনকে গভীর করে পাব বোষ্টমিদি।

জিজ্ঞেস করা হয় না।

www.boighar.com

এক অর্থে কোন কথাই পরিষ্কার করে বলেন না বোষ্টমিদি। কেমন কাটা কাটা ভাবে বলেন। এক কথার সঙ্গে আরেক কথার কোন মিল থাকে না। হঠাৎ করেই এক একটা কথা বলেন। কখনও কথার মাঝখানটা বলেন, কখনও শেষটা। পরিষ্কার বোঝা যায় না কিছু। অনুমান করে নিতে হয়।

পাশে বসা বিনুর দিকে একবার তাকিয়ে বোষ্টমিদির মুখের দিকে তাকাল জুয়েল। আপনাকে আরও অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে বোষ্টমিদি।

বোষ্টমিদি হাসলেন। লাভ নেই। তোমরা যা ভাবছ আমি তা নই। আমি আসলে কিছুই জানি না।

তাহলে এসব কথা বলেন কি করে?

মুখ দেখে দু একটা কথা শুনে অনুমান করে করে বলি। এ এমন কি ব্যাপার। মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষ নিয়ে ভাবলে যে কেউ আমার মতো কিছু কথা বলতে পারে। এ কিছু না। শুধুই অনুমান।

অনুমান করে বলা কথা সত্য হয় কি করে?

কি করে বুঝলে সত্য হয়?

নিজেকে দিয়ে বুঝেছি।

বিনু বলল, বোষ্টমিদি কিন্তু এমনিই। জানেন অনেক কিন্তু বলেন কম এবং স্বীকার করেন না যে তিনি এসব বলতে পারেন বা তিনি কিছু জানেন। চলুন যাই। সন্ধে

হয়ে যাচ্ছে। আরেকদিন আসব। সেদিন দুজনে মিলে আরও অনেক কিছু শুনে যাব বোষ্টমিদির কাছ থেকে।
তারপর বোষ্টমিদির দিকে তাকাল বিনু। হাসি মুখে বেশ একটা অধিকারের গলায় বলল, সেদিন কিন্তু দুজনকে আলাদা আলাদা করে বলতে হবে।
বোষ্টমিদি অপূর্ব মুখভঙ্গি করে হাসলেন। বলব। তবে জগতের নিয়ম কি জান বিনু, দুজন মানুষের একজন হাসে আর একজন কাঁদে। হাসি এবং কান্না নিয়েই জগৎ। সুখ এবং দুঃখ নিয়েই জগৎ। কেউ ভালবেসে সুখী হয়, কেউ হয় দুঃখি।
কথাটার অর্থ জুয়েল কিংবা বিনু কেউ বুঝল না।

মাত্র দোকান থেকে বেরুবে সাবের, মজনু এসে ঢুকল। সাবের ভাই আছেন নাকি?
এই মার্কেটের নিচেরতলায় দুটো বিশাল থান কাপড়ের দোকান সাবেরদের আর ওপরতলায় অফিস। সাবের কিংবা তার বড় ভাই আবেদ সাহেব বসেন অফিসে দোকান চালায় কর্মচারিরা। তবে সন্ধের সময়, বাড়ি ফেরার সময় দুভাইয়ের যেই থাকে মার্কেটে সেই একবার দোকান দুটো হয়ে যায়। হিশেব টিশেব দেখে, ক্যাশ টাকা সান্ধ্যকালিন ব্যাংকে পাঠিয়ে বাড়ি ফেরে।
এসব মার্কেটে খুচরো বিক্রি নেই, পাইকারি বিক্রি। পার্টি আসে সব গ্রাম গঞ্জ থেকে। সন্ধের আগে ভাগেই কেনা কাটা করে চলে যায় তারা। ফলে সন্ধের মুখে মুখে হিশেব সেরে ফেললে অসুবিধা নেই।
আজ হিশেব টিশেবের কাজ সেরে ফেলেছে সাবের। বড় ভাই বাড়ি চলে গেছেন দুপুরের পর। সুতরাং দায়িত্ব ছিল তার ওপর। শেষ করে মাত্র বেরুবে, মজনু এল। মজনু কখনও একা চলাফেরা করে না। চামচা দুতিনটা সঙ্গে থাকে। সবগুলেই মাস্তান। আজও তেমন দুজন ছিল। তবে মজনুর সামনে বোবা হয়ে থাকে তারা। কথা কেবল মজনুই বলে। www.boighar.com
মজনুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জুয়েলের কথা মনে পড়ল সাবেরের। তানিয়ার কথা মনে পড়ল। নিজের অজান্তে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল তার। মনে মনে বেশ একটা গাল দিল জুয়েলকে। হারামজাদা কি রকম একটা প্যাচের মধ্যে ফেলেছে। তাদের একমাত্র বোনটিকে বিয়ে করে ফেলেছে। বিয়ে করে নিজে কোথায় ভেগে গেছে গুণ্ডা লাগিয়ে যে শায়েস্তা করবে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝখান থেকে গুণ্ডারা

রেগুলার এসে টাকা খেয়ে যাচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।
সাবের মনে মনে ঠিক করল আজ একটি পয়সাও দেবে না মজনুকে। জুয়েলকে ধরে এনে পিটুনি না দেয়া পর্যন্ত, জুয়েলকে দিয়ে কাগজপত্রে সই না নেয়া পর্যন্ত একটি পয়সাও আর ব্যয় করবে না। তবে কাজ হয়ে গেলে একসঙ্গে দশ বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিতেও আপত্তি করবে না সাবের।
মজনুরা দাঁড়িয়ে ছিল দোকানের বাইরে। সাবের এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। ব্যবসায়ী বলে, মানুষ চড়িয়ে অভ্যেস বলে মানুষ ট্যাকল করার নানা রকম কায়দা সাবেরের জানা। মনে যাই যাক বাইরে থেকে সাবেরের মুখ দেখে কেউ মনের কথার কোন কিছুই অনুমান করতে পারবে না। মুখে আশ্চর্য রকম এক হাসি যে কোন সময়, যে কোন পরিস্থিতিতে ফুটিয়ে তুলতে পারে সাবের। এখনও তেমন এক হাসি মুখে ফোটাল সে। কি খবর মজনু? ভাল তো।
মজনু সঙ্গে সঙ্গে বলল, জ্বী ভাল।
কি রকম ভাল?
হেভি পাত্তা লাগিয়েছি।
পাওয়া গেছে?
না শালা সব টের পেয়েছে। টের পেয়ে ফুটে গেছে।
ফুটে গেলে তো হবে না। বের করতে হবে। আমার কাজটা করতে হবে।
কাজ হয়ে যাবে। ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না।
কিন্তু হবে কবে?
বেশিদিন লাগবে না। জালটা চমৎকার করে বিছিয়েছি। ধরা শালাকে পরতেই হবে। আর ধরা পড়া মানে হচ্ছে আপনার কাজ হয়ে যাওয়া। কাগজপত্রে সই না করলে সুট করে দেব। তবে আমি সিওর ও ঢাকায় নেই।
কি করে সিওর হলে?
ওদের বাড়ির সামনে আমার লোক আছে। ওর আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের খোঁজ খবর নিয়ে তাদের প্রত্যেকের বাড়ির সামনে লোক লাগিয়েছি।
তারপর একটু হেসে চোখ ট্যারা করে মজনু বলল, এমন কি আপনাদের বাড়ির সামনেও।
আমাদের বাড়ির সামনে কেন?
মজনু হাসল। পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ধরাল। বলা তো যায় না, আপনারা দুভাই ব্যাবসা বাণিজ্যের কাজে বাইরে থাকেন, সেই চান্সে জুয়েল গেল আপনার বোনের সঙ্গে দেখা করতে।
কি ফালতু কথা বলছ। বাড়িতে লোকজন আছে না আমাদের?

মজনু আবার হাসল। তাদের মধ্যে বিট্রেয়ারও থাকতে পারে। আপনাদের বাড়িরই কেউ না কেউ হয়ত ওদের সাহায্য করছে।
সাবের জোর গলায় বলল, অসম্ভব।
মোটেই অসম্ভব নয়। এরকম কেস আমি ম্যালা হ্যাণ্ডেল করেছি। বেশির ভাগ জায়গায়ই দেখেছি খুব কাছের কেউ না কেউ হেলপ করছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই করে বন্ধুরা। কখনও কখনও ভাই বোনেরা করে। ভাবীরা করে।
সাবের গম্ভীর গলায় বলল, তানি ছাড়া আমাদের কোন বোন নেই। আর ভাই আমরা দুজন।
কিন্তু ভাইর বউরা তো আছে।
তারা মরে গেলেও এ ব্যাপারে তানিকে হেলপ করবে না।
হয়ত করবে না। তবু আমরা আমাদের কাজ করছি। আমরা আমাদের পলিসি অনুযায়ি চলছি।
তারপর একটু থেমে মজনু বলল, দিন।
কথাটা বুঝেও না বোঝার ভান করল সাবের। কি দেব?
মজনু নির্বিকার গলায় বলল, মালপানি।
কিসের?
আহা দিতে হবে না, এতগুলো লোক খাটাচ্ছি, তাদের একটা মজুরি আছে না!
এর মধ্যেই তো হাজার দশেক দিয়ে ফেলেছি।
ওতে কি হয়। কাজ না হওয়া পর্যন্ত খুচরো খাচরা প্রায়ই দিতে হবে। কাজ হয়ে গেলে একসঙ্গে যা দেবার দেবেন।
সাবের বুঝে গেল বেশ একটা চক্করে সে পড়ে গেছে। মজনুরা দু একদিন পর পর এসে টাকা নেবে তার কাছ থেকে। কাজ হোক না হোক নিতেই থাকবে। এভাবে টাকা নেয়ার লোভে যতদিন পারবে ডিলে করবে কাজটা। ইচ্ছে করেই শেষ করবে না। ঝুলিয়ে রাখবে। ঝুলিয়ে রাখতে পারলেই তো লাভ। যত দিন যাবে তত টাকা।
এসব ভেবে বেশ চিন্তিত হল সাবের।
এ চক্কর কাটাতে হবে। যেমন করে হোক কাটাতে হবে। এই সব মাস্তানি চক্করে পড়ে থাকা যাবে না। জুয়েল তানির ব্যাপারটা ট্যাকল করতে হবে অন্য ভাবে।
মজনু বলল, কি হল সাবের ভাই?
সঙ্গে সঙ্গে চটপটে হয়ে গেল সাবের। কিন্তু আজ দেয়া যাবে না। খানিক আগেই ক্যাশ মিলিয়ে ব্যাংকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি এত দেরি করে এলে কেন?
একথা শুনে একদমই নিভে যাওয়ার কথা মজনুর। কিন্তু বিন্দুমাত্র ম্লান হল না সে। নির্বিকার গলায় বলল, ক্যাশ ব্যাংকে চলে গেছে কিন্তু পকেট তো আছে।

কিসের পকেট?
আপনার পকেটে হাত দেন।
আমার পকেটে আজ একদমই টাকা নেই। বিশ্বেস কর।
আছে হাত দেন।
বলছি তো নেই। কথা বিশ্বেস করছ না কেন?
মজনু মুখ ভরে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর নিঃশব্দে হাসল। আপনাদের মতো মানুষদের পকেট খালি থাকে না। ঝাড়া টাড়া দিলেও দুচার হাজার পড়বে। ওতেই আমাদের মতো মানুষের চলে যায়।
আরে না। এটা বাজে কথা। কিছু নেই পকেটে। বিশেস্ব কর।
হাত দেন।
অনেকটা জোর করেই সাবেরের ডান হাতটা তার পকেটে ঢুকিয়ে দিল মজনু। সেই হাতে বেশ কিছু খুচরো টাকার সঙ্গে তিন চারটা একশো টাকার নোট উঠে এল। একশো টাকার নোটগুলো বেছে নিল মজনু। হাসি হাসি মুখ করে নির্বিকার গলায় বলল, আজ এতেই চলবে। কাল একটু আগেই আসব। হাজার পাঁচেক দেবেন।
তারপর চামচাদের দিকে তাকাল মজনু। চল।
মজনু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাবের মনে মনে বলল, এ চক্কর থেকে আমাকে বেরুতে হবে। যেমন করেই হোক এই চক্কার থেকে আমাকে বেরুতে হবে।

বিনু বলল, আপনি এত জোরে হাঁটছেন কেন?
থতমত খেয়ে থামল জুয়েল। তাই তো। এত জোরে হাঁটছে কেন সে। বিনু আছে সঙ্গে ভুলেই গিয়েছিল। বিনু যে তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে না, ভুলেই গিয়েছিল। কেন এমন হচ্ছে আজ?
www.boighar.com
আসলে বোষ্টমিদির বাড়ি থেকে বেরিয়েই অন্য রকম এক ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে জুয়েল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তানিয়া এবং তার সব কথাই প্রায় বলে দিয়েছেন বোষ্টমিদি। এখন যেন আর কোন সমস্যাই নেই জুয়েলের। যেন দ্রুত হেঁটে এখুনি সে তানিয়ার কাছে চলে যাবে। তানিয়ার মুখটা বুকের কাছে চেপে ধরে বলবে, এখন আর কোন সমস্যা নেই। এখন দুজন দুজনকে পেতে কোন সমস্যা নেই। সব

সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এখন যে কোন সময় ইচ্ছে হলেই তোমার কাছে চলে আসতে পারব আমি। তুমি চলে যেতে পারবে আমার কাছে।

তখুনি হয়ত এতদিনকার বিরহ ব্যাথা ভুলে জুয়েলের মুখের কাছে কান পাতবে তানিয়া, স্বপ্ন বিষ্টের মতো ঘোর লাগা গলায় বলবে, আমি কিছু বুঝতে চাই না। আমাকে তুমি সেই কথাটা বল। সঙ্গে সঙ্গে জুয়েল ফিসফিস করে বলবে, আমি তোমাকে ভালবাসি। জুয়েলের চোখের দিকে তাকিয়ে তানিয়া বলবে, আমিও। আমিও তোমাকে ভালবাসি। কত যে ভালবাসি আমি ছাড়া কেউ তা জানে না। তুমিও না।

এসব ভাবতে ভাবতে জুয়েল যে আনমনা হয়ে গেছে বিনু তা খেয়াল করল। লাজুক হেসে বলল, এখন আবার এত আনমনা হওয়ার কি হল?

জুয়েল চমকাল। তারপর হাসল। কথাটার জবাব না দিয়ে অন্য কথা বলল। তোমাদের বোষ্টমিদিটি কিন্তু অসাধারণ বিনু।

অসাধারণ না হলে আপনাকে আমি তাঁর কাছে নিয়ে আসতাম!

যা যা বললেন তার সবই প্রায় মিলে গেছে।

আমি জানতাম মিলে যাবে।

আচ্ছা তোমরা একে বোষ্টমিদি বল কেন?

সবাই বলে দেখে আমিও বলি।

কিন্তু এ তো বোষ্টমি নয়। বোষ্টমি তো অন্য ব্যাপার। বোষ্টমিদের নিয়ে লেখা তারা-শঙ্করের উপন্যাস আমি পড়েছি। বোষ্টমি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।

যা ইচ্ছে হোক গে।

বোষ্টমিদির নাম জান?

জানি, রাধা।

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর করে হাসল জুয়েল, রাধার তাহলে কৃষ্ণ কোথায়?

কথাটা এত মজাদার ভঙ্গিতে বলল জুয়েল, বিনু খিলখিল করে হেসে উঠল। চারদিকে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার জমছে, পথের দুপাশের ঝোপঝাড়ে, গাছপালায় গলা খুলছে রাত পোকারা তবু অপরিসীম এক নির্জনতা। বিনুর হাসির শব্দে সেই নির্জনতা কেটে গেল। রাধার কৃষ্ণ কি চিরকাল থাকে?

কেন থাকে না? কোথায় যায় কৃষ্ণ?

রাধার তো আসলে দুই জীবন। এক জীবন ভালবাসার সুখের, যখন কৃষ্ণ ছিল গোকূলে, হাত বাড়ালেই রাধা তাকে ছুঁতে পারত। আরেক জীবন ভালবাসার দুঃখের। যখন কৃষ্ণ তাকে ছেড়ে মথুরায় চলে যায়। আর কখনও ফিরে আসে না।

কথাগুলো এত সুন্দর করে বলল বিনু, জুয়েল মুগ্ধ হয়ে গেল। আবছা অন্ধকারে বিনুর

চোখের দিকে তাকাল সে। বিনু তুমি রাধা কৃষ্ণের গল্প জান?
পুরোটা জানি না। অল্প অল্প জানি।
কে বলেছে তোমাকে।
খানিকটা বই পড়ে জেনেছি। খানিকটা বোষ্টমিদির মুখে শুনেছি।
কিন্তু বোষ্টমিদির গল্পটা তো বলছ না।
বিনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বোষ্টমিদির ভালবাসার মানুষ অনেককাল আগেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে।
কোথায়?
কেউ জানে না।
বোষ্টমিদির কি বিয়ে হয়েছিল?
না। সে একজনকে ভালবেসে পেতে চেয়েছিল। পায়নি বলে এই জীবনে আর বিয়ে করা হল না তার।
এভাবেই জীবন কেটে যাচ্ছে?
হ্যাঁ। বোষ্টমিদি পরজনমে বিশ্বাস করেন। এই জনমে না হোক পরজনমে মনের মানুষকে তিনি পাবেন এই বিশ্বেস নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন।
জুয়েলের মন খারাপ হল। বিষণ্ন গলায় সে বলল, এ বড় কষ্টের জীবন। এরকম কষ্ট নিয়ে কি করে বেঁচে থাকে মানুষ।
আসলেই ভালবাসার কষ্টের চে বড় কষ্ট আর কিছু নেই।
আমি বুঝি। এ কষ্ট আমি বুঝি।
বিনুর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল নির্দ্বিধায় জুয়েলের হাতটা সে এখন ধরতে পারে। সন্ধ্যার এই নির্জন রাস্তায় তারা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। এ সময় এত লজ্জা পাওয়ার কি আছে। বোষ্টমিদি তো তাদের দুজনের মনের কথাই বলে দিয়েছেন। তারা দুজনেই সে কথা জেনে গেছে। এখন আর এত দ্বিধা কেন। জুয়েলের হাত ধরে বিনু যদি বলে, ভালবাসার দুঃখ আমি তোমাকে কখনও পেতে দেব না, তুমি থাকবে কেবল ভালবাসার সুখে। আমার ভালবাসা পৃথিবীর সবচে সুখী মানুষ করবে তোমাকে। তুমি দেখো। আমি তোমাকে কত যে ভালবাসব, কত যে ভাল তোমাকে আমি বাসব, তুমি ছাড়া কেউ তা জানবে না। আমি ছাড়া কেউ তা জানবে না।
ঠিক তখুনি বনের মাথায় আবছা মতো চাঁদ দেখা গেল। দুএকদিনের মধ্যে পূর্ণিমা। চাঁদ তার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেখে বুকের ভেতর অপূর্ব এক আনন্দ হল বিনুর। পূর্ণিমা রাতে জুয়েলের হাত ধরে ঝিলের ধারে বেড়াতে যাবে সে। সেরাতে আর কিছু আড়াল করবে না। আর কোন লজ্জা নয়, আর কোন লুকোছাপা নয়, দুহাতে

জুয়েলের ডান হাতটি ধরবে বুকের কাছে, ধরে গভীর ভালবাসায় বলবে, আমি তোমাকে ভালবাসি। ভালবেসে তুমি যতটা অস্থির হয়েছ, আমি হয়েছি তার শতগুণ। যে অস্থিরতার কথা বোষ্টমিদি বলেছেন তারচে লক্ষগুণ বেশি অস্থিরতা আমার এই বুকে। সব তোমার জন্য। বুঝেও তুমি কেন তা বুঝতে চাওনি। প্রথমদিন ঝিলের ধারে বেড়াতে আসার সময়ই তো কত রকম ভাবে আমি তোমাকে তা বুঝিয়ে ছিলাম। বুঝেও তুমি কেন না বোঝার ভান করেছ! কেন বোষ্টমিদির কাছ যেতে হল আমাদের। পুরুষ মানুষ হয়েও কেন তুমি তোমার মনের কথা আমাকে বলতে পারনি! আমি যে কত রকম ইঙ্গিতে তোমাকে বোঝালাম, বুঝেও তুমি কেন সব এড়িয়ে গেলে। অবশ্য এ এক রকম ভালই হল। ভালবাসার মাঝখানে অন্য একজন মানুষ চাই। একটি মাধ্যম চাই দুজনের মনের কথা যার মাধ্যমে দুজনার কাছে পৌঁছুবে। আমাদের সেই মানুষ বোষ্টমিদি। বোষ্টমিদির নাম রাধা। রাধা হচ্ছেন প্রেমের দেবী। আমাদের ভালবাসার মাঝখানে আছেন প্রেমের দেবী। আমাদের আর দুঃখ কি! আজ নয় পূর্ণিমা রাতে ঝিলের ধারে বেড়াতে গিয়ে চাঁদের আলো গায়ে মেখে আমি তোমাকে আমার ভালবাসার কথা বলব। এত কাল ধরে আমার বুকে লুকিয়ে রাখা যাবতীয় ভালবাসা তোমাকে আমি উজার করে দেব সেদিন। তোমাকে ভালবেসে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যাব আমি। তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার আর কেউ থাকবে না। কিছু থাকবে না।

www.boighar.com

আর জুয়েল তখন ভাবছে তানিয়ার কথা। তার দেহ পড়ে আছে কোথাকার কোন এক অখ্যাত গ্রামের সান্ধ্যপথে, মন চলে গেছে দূর নগরে, তানিয়ার কাছে।

বিনু বলল, দু একদিনের মধ্য পূর্ণিমা হবে।

জুয়েল আনমনা গলায় বলল, তাই নাকি?

হ্যাঁ। পূর্ণিমা রাতে ঝিলের ধারে বেড়াতে যাব আমরা।

জুয়েল আগের মতোই আনমনা গলায় বলল, আমরা মানে কে কে?

বিনু মুখ ঘুরিয়ে জুয়েলে দিকে তাকাল। আমরা দুজনে।

অতরাতে আমার সঙ্গে তোমাকে বেড়াতে যেতে দেবে?

কে দেবে না?

তোমার মা বাবা।

আমি কি মা বাবাকে বলে যাব, যাব তো পালিয়ে।

বিনুর কথা বলার ধরনটা খুব ভাল লাগল জুয়েলের। জুয়েল সুন্দর করে হাসল। আচ্ছা।

boighar.com

সেদিন আমি আপনাকে সব কথা বলব।
কি কথা?
আমার মনের কথা।
আমিও বলব। আমার মনের সব কথা তোমাকে সেদিন বলব। কি যে কষ্টে আমি তোমার কাছে তা লুকিয়ে রেখিছি। আর লুকাব না।
বিনুর আবার ইচ্ছে করল জুয়েলের হাতটা একটু ধরে। জুয়েলের হাত ধরে হেঁটে যায় পৃথিবীর শেষপ্রান্ত অব্দি।
কিন্তু জুয়েলের হাত বিনু ধরল না। ভালবাসার প্রথম স্পর্শ পূর্ণিমা রাতের জন্য তুলে রাখল সে।

শোভা বলল, মেজাজ এত খারাপ করে রেখেছ কেন?
বাইরের পোশাক বদলে হালকা আকশি রঙের টাউজার পরেছে সাবের, শাদা ঢোলাঢালা গেঞ্জি পরেছে। তারপর বাথরুমে ঢুকে ফ্রেস হয়ে এসেছে। তবু মুখে মেজাজ খারাপের ছাপটা রয়ে গেছে তার। ধুয়ে মুছে ফেলতে পারেনি।
শোভার কথা শুনে বিছানায় কাত হল সাবের। তারপর বলল, ফালতু একটা চক্করের মধ্যে পড়েছি, বুঝলে। খুবই ফালতু চক্কর।
শোভা অবাক হল। কিসের চক্কর?
মজনুদের।
মনজু কে?
আরে ওই যে এক ছ্যাচরা মাস্তান আছে না! জুয়েলের ব্যাপারে যাকে ঠিক করেছি?
কি করেছে সে?
রোজ সন্ধ্যায় এসে টাকার জন্য হাজির হয়।
রোজ টাকা দিতে হবে কেন? www.boighar.com
চায়। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, খালি খালি টাকা ব্যায় হচ্ছে। জুয়েলকে এখনও খুঁজেই বের করতে পারল না অথচ ম্যালা টাকা খেয়ে বসে আছে।
স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে শোভা বলল, টাকা আর দিও না। মানা করে দাও।

বলবে যে কাজ তোমাকে করতে দেয়া হয়েছিল সেটা আর করতে হবে না।
চোখ তুলে শোভার দিকে তাকাল সাবের। পাগল হয়েছ, জুয়েলকে আমি এভাবে ছেড়ে দেব। টাকা যত ব্যায় হয় হবে, ওকে আমি দেখে নেব। এত বড় ঝামেলা আমাদের সংসারের লাগিয়েছে। তানিয়া আমাদের একমাত্র বোন। পটিয়ে পাটিয়ে গোপনে তাকে বিয়ে করে ফেলেছে। ওকে আমি ছারব না।
দোষ তো ছেলেটির একার নয়, তোমার বোনেরও।
সাবের রাগি গলায় বলল, হ্যাঁ তা আমি জানি। তোমাকে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমার বোন আসলে অত কিছু বোঝেই নি। হয়ত ছেলেটির সঙ্গে এফেয়ার তার আছে, কিন্তু বিয়ে করার সাহস এই মুহূর্তে তানিয়ার হত না। ওই হারামজাদা বুঝিয়ে টুঝিয়ে কাজটা তানিয়াকে দিয়ে করিয়েছে।
স্বামীর এই ভঙ্গিতে কথা বলা দেখে শোভাও বেশ রাগল। চড়া গলায় বলল, আমার সঙ্গে মেজাজ দেখাবে না। নিজের বোনটিকে এত ফেরেশতা মনে করছ কেন? জুয়েলের চে তোমার বোনের দোষই বেশি।
শোভার এরকম স্বর শুনলে বরাবরই চুপ করে থাকে সাবের। এখনও রইল।
শোভা বলল, তোমার বোনকে বিয়ে এখন জুয়েল করতে চায়নি। তোমার বোন জোর করে তাকে বিয়ে করেছে।
সাবের একেবারে আঁতকে উঠল, কে বলল তোমাকে?
তানিয়া। শুধু আমাকে নয় ভাবীকেও বলেছে।
এবার আবার আগের ভঙ্গিতে ফিরে গেল সাবের। ঠিক আছে তানিয়া না হয় জোর করেছে, জুয়েল রাজি হল কেন?
কেন রাজি হবে না! ভালবাসার মানুষের কথা কে না শোনে! তুমি হলে শুনতে না! আমি জোর করলে আমার কোন কথা তুমি ফেলতে পারবে?
আমাদের আর ওদেরটা এক ব্যাপার হল!
এক ব্যাপারই। প্রেমিক প্রেমিকা কিংবা স্বামী স্ত্রী সবাই কোন না কোন পর্যায়ে এক। শোন, ভাইয়া ডিসাইড করেছেন জুয়েলের গার্জিয়ানদের সঙ্গে কথা বলবেন।
মানে?
মানে আবার কি! দুপক্ষের আণ্ডারস্টেনডিংয়ের মধ্যে দিয়ে জুয়েল তানিয়ার বিয়ে হবে।
মানে?
এত মানে মানে করছ কেন? এ কথা দুবার বলবে না। তানিয়ার কান্নাকাটি দেখে

ভাইয়া ডিসিসান নিয়েছেন ধুমধাম করে জুয়েলের সঙ্গেই তানিয়ার বিয়ে দিয়ে দেবেন। মেয়েদের বিয়েশাদি ভাগ্যের ব্যাপার। যেখানে ভাগ্যে আছে সেখানে বিয়ে হবেই। ভাগ্যে থাকলে তানিয়া সুখী হবে না থাকলে হবে না।

শোভার কথা শুনতে শুনতে বেশ উত্তেজিত হল সাবের। বিছানায় উঠে বসল সে। এরকম ডিসিসান কি করে নিলেন ভাইয়া। এ হতে পারে না। আমি এক্ষুনি ভাইয়ার কাছে যাচ্ছি।

শোভা বেশ বড় রকমের একটা ধমক দিল স্বামীকে। চুপ করে বস। তুমি এ বাড়ির গার্জিয়ান নও, গার্জিয়ান ভাইয়া তিনি যা ডিসাইড করবেন তাই হবে। তোমার কোন মাতাব্বরির দরকার নেই। www.boighar.com

সাবের ফ্যাল ফ্যাল করে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কথা বলতে ভুলে গেল।

শোভা বলল, ব্যাপারটা মেনে নিয়ে ঠিকই করেছেন ভাইয়া। একটি মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তোমাদের কারও নেই। দুদিন পর তোমার মেয়ে বড় হবে। সে যদি তার পছন্দ মতো একটি ছেলেকে বিয়ে করে তুমি কি তা মেনে না নিয়ে পারবে। যদি মেয়েটি তোমায় বলে তার পছন্দের পাত্রের কাছে বিয়ে না দিলে সে মরে যাবে, তুমি তখন কি করবে? বিয়ে না দিয়ে পারবে?

সঙ্গে সঙ্গে টুপলুর কথা মনে হল সাবেরের। মেয়েটির মুখ দেখার জন্য ভেতরে ভেতরে পাগল হয়ে গেল সে। তবে শোভাকে তা বুঝতে দিল না। হতাশ ভঙ্গিতে বিছানায় বসল। কথা বলল না।

শোভা বলল, তোমার ওসব মাস্তান টাস্তানদের কালই ডেকে মানা করে দেবে। জুয়েলের গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা একটি খারাপ কথাও যেন তাকে কেউ না বলে। সে এখন আর বাইরের কেউ নয়। সে এখন এই ফ্যামিলিরই মেম্বার। তোমাদের একমাত্র বোন জামাই। তাকে কেউ অপমান করলে সেই অপমান তোমাদের গায়েই লাগবে। ওপর দিকে থুতু ছিটালে সেই থুতু নিজের গায়েই পড়ে। ওই সব মজনু মাস্তানরা যেন তোমার কাছে আর না আসে।

মজনুদের কথা মনে হওয়ায় হঠাৎ করে বেশ একটা স্বস্তি বোধ করল সাবের। যাক চক্করটা তাহলে কাটল। কিন্তু শোভাকে এই ব্যাপারটিও বুঝতে দিল না সাবের। বলল, আমার মেয়েটি কোথায়? ওকে আমার কাছে ডাক।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখছে তানিয়া। দরজার কাছে থেকে দোলন ডাকল। তানি। www.boighar.com

তানিয়া চমকে মুখ ফেরাল। তারপর দোলনকে দেখে শিশুর মতো লাফিয়ে উঠল। ছুটে এসে দোলনের গলা জড়িয়ে ধরল। জানিস দোলন ভাইয়া না রাজি হয়ে গেছে। কথাটা যেন শুনতে পায়নি দোলন। কিংবা শুনলেও যেন বুঝতে পারেনি এমন গলায় বলল, কি? কি বললি?

ভাইয়া রাজি হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল দোলনের। সত্যি!

সত্যি। দুচারদিনের মধ্যে ওদের বাড়ি লোক পাঠাবে। দুপক্ষের গার্জিয়ানরা কথা বলে ডেট ফিক্সড করবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধুমধাম করে আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান হবে।

তানিয়াকে জড়িয়ে ধরেই বিছানায় বসল দোলন। আনন্দে ফেটে পড়া গলায় বলল, আমি যে এলাম, এজন্যই তোমাদের বাড়ির কেউ কিছু আজ মনে করল না।

কথাটা শুনে তানিয়া বেশ অবাক হল। আগে মনে করত নাকি?

আগে নয়, মাঝখানে করত।

কবে বল তো।

লাস্ট যেদিন তোদের বাড়ি এলাম তোর বড় ভাবী আমাকে দেখে এমন ভঙ্গি করলেন যেন তিনি আমাকে জীবনেও দেখেন নি। যেন আমি জীবনে কোনদিন এ বাড়িতে আসিনি। কেউ আমাকে চেনে না!

তখন তো অবস্থাটা খারাপ ছিল। আমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছিল না। ভাবছিল তুই আমাদের খবর আনা নেয়া করছিস। এ জন্যই অমন ব্যবহার করেছে।

তা ঠিক। আজও সেই উদ্দেশ্যেই আসা। তোর খবর নিতে।

কিন্তু তুই আমাকে ফোন করিসনি কেন? এতদিন হয়ে গেল। বন্ধুত্বের পর এতদিন তোর সঙ্গে কথা না বলে আমি কখনও থাকিনি।

ফোন করিনি রাগে।

কিসের রাগ?
ফোন করলে তোকে কেউ ডেকে দেয় না।
করেছিলি?
কতদিন করেছি।
আমাকে কেউ বলেনি পর্যন্ত যে তুই ফোন করেছিলি। ইস অবস্থাটা একেবারে সিনেমার মতো হয়ে গিয়েছিল।
মতো কি আবার! সিনেমাই। www.boighar.com
সিনেমা তো মানুষের জীবন নিয়েই হয়, না কি!
একটু থেমে তানিয়া বলল, কিন্তু ও কোথায়?
তুই জানিস না?
না। কি করে জানব! হঠাৎ করেই তো আমার সব পথ বন্ধ হয়ে গেল।
জুয়েল ভাইর ব্যাপারে সাবের ভাই কি কি সব করছিল জানিস?
না তো। কি করছিল?
জোর করে জুয়েলের কাছ থেকে ডিভোর্স নেয়ার জন্য কাগজপত্র রেডি করে জুয়েলের পেছনে গুণ্ডা লাগিয়ে দিয়েছিল।
কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল তানিয়ার। গলা শুকিয়ে গেল। পরপর দুটো ঢোক গিলল সে। কি বলছিস?
হ্যাঁ। ওসব টের পেয়েই তো ঢাকা থেকে সরে গেছে সে।
কোথায় সরে গেছে?
শহীদ ভাইদের গ্রামের বাড়িতে। এখনও ওখানে। কয়েকদিন হল শহীদ ভাই এসেছে ঢাকায়। আমাদের বাসায় গিয়েছিল। তার কাছে থেকেই সব শুনলাম। সেই তোর খোঁজ খবর নেয়ার জন্য অনেকটা জোর করে তোদের বাসায় আমাকে পাঠাল। তোর বড় ভাবীর সেদিনকার ব্যবহারের পর আমি ডিসাইড করে ছিলাম তোদের এখানে আর কখনও আসব না। খুব মেজাজ খারাপ হয়েছিল। তুই তো জানিস আমার মেজাজ কি রকম। একবার খারাপ হলে সহজে আর ঠিক হতে চায় না।
তানিয়া ফ্যাল ফ্যাল করে দোলনের মুখর দিকে তাকাল। চোখ দুটো ছলছল করে উঠল তার। গভীর অভিমানের গলায় তানিয়া বলল, আমার বন্ধু হয়ে আমার বিপদের সময় এমন একটা ডিসিসান নিয়েছিলি তুই!
তোর ভাবী আমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করলেন কেন?
ভাবী তোর কে?
ভাবী আমার কে মানে?

আমার ভাবী তো আসলে তোর কেউ নয়। তার খারাপ ভাল ব্যবহারে তোর কি এসে যায়! আমি তোর বন্ধু, তুই দেখবি আমার দিকটা। আমার ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ। বন্ধু মানে তো এই। অন্যের কথায় তুই আমার খোঁজ খবর নিবি না কেন? তুই তাহলে আমার কেমন বন্ধু হলি!

তানিয়ার কথা শুনে বেশ একটা অপরাধ বোধ হল দোলনের। তানিয়ার চিবুকটা মুহূর্তের জন্যে ছুঁয়ে দিয়ে সে বলল, আমার ভুল হয়ে গেছে। আর কখনও এমন হবে না। এখন বল সাবের ভাইয়ের গুণ্ডাপাণ্ডারা বিদায় হয়েছে কি না! জুয়েল ভাই ঢাকায় ফিরবে কিনা! আজ দুপুরের পর শহীদ ভাই আমাদের বাসায় আসবে তাকে সব বলে দিতে হবে। আমার ক্লিয়ারেন্স না পেলে জুয়েল ভাই ঢাকায় আসতে পারছে না।

তানিয়া উৎফুল্ল গলায় বলল, এদিকে এখন আর কোন অসুবিধা নেই। কাল রাতেই আমার দুভাই আর দুভাবী মিটিং করেছে। ভাবীরা আমাকে সব জানিয়েছে। তুই শহীদ ভাইকে বলে দে কাল সকালেই যেন গ্রামে গিয়ে ওকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়।

তুই কি এখন বাড়ি থেকে বেরুতে পারিস?

কেন পারব না!

তাহলে তুইও আমার সঙ্গে চল।

কোথায়?

আমাদের বাড়ি। শহীদ ভাইকে তুই নিজেই সব বলে দে। তাহলে ব্যাপারটা খুব ভাল হয়। শহীদ ভাই গিয়ে জুয়েল ভাইকে বলবে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে।

ঠিক বলেছিস। চল।

তানিয়া উঠে দাঁড়াল। তারপর অদ্ভুত এক অনুরোধের গলায় বলল, দোলন ও ফিরে আসার পর তোদের বাড়ি একটু ম্যানেজ করতে হবে। তোদের বাড়িতে ওর সঙ্গে আমি দেখা করব। যদিও ভাবীরা বলেছেন বিয়ের আগে, অনুষ্ঠানের আগে যেন ওর সঙ্গে আমি দেখা না করি, তাহলে চার্ম কমে যাবে। দোলন আমি তা পারব না। ওর মুখটা না দেখা পর্যন্ত আমার কোন শান্তি নেই। ওর সঙ্গে রাস্তা ঘাটে ঘুরে বেড়ালে কিংবা চাইনিজ ফাইনিজে গিয়ে বসলে ভাবীদের কানে হয়ত কথাটা এসে পড়বে। তাহলে তারা নানা রকম ভাবে আমাকে ক্ষেপাবে। বলবে আমার সহ্য শক্তি কম। জুয়েলকে না দেখে আমি থাকতে পারি না। ঠাট্টাও করবে। ওসব ঠাট্টা আমার ভাল লাগবে না। এ জন্য তোকে বললাম। যেমন করে হোক বাড়ি ম্যানেজ করবি তুই।

দোলন মজার একটি ভঙ্গি করে বলল করব। তোর জন্য আমি সব করতে পারি।

জুয়েল উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তুই এমন করছিস কেন? কি হয়েছে আমাকে সব খুলে বল।

দুঃখি মুখ করে হতাশ গলায় শহীদ বলল, কিছুই হয়নি রে, কিছুই হয়নি।

তুই কোন খোঁজ খবর নিতে পারিসনি?

পেরেছি।

কি খবর নিলি?

অনেক।

পরিষ্কার করে বল।

আমি কি অপরিষ্কার করে বলছি।

কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?

কি বুঝতে চাইছিস?

দোলনের সঙ্গে তোর দেখা হয়নি?

হয়েছে। আমি যেভাবে যা বলে দিয়েছিলাম সেভাবে সব করেছিস?

করেছি।

তারপর একটু থেমে, একটু যেন প্রস্তুতি নিয়ে জুয়েল বলল, তানিয়ার খবর কি?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শহীদ বলল, ভাল।

তোর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে? দেখা করতে পারিস নি?

শহীদ নির্বিকার গলায় বলল, ফোনে কথা হয়নি, দেখা হয়েছে।

দেখা হয়েছে? বলিস কি, তারপর?

অনেক কথা হল।

কি কথা?

www.boighar.com

শহীদ অন্যদিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে লাগল। বলতে পারব না। ব্যস্ত।

জুয়েল সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলে শহীদ তার সঙ্গে মজা করছে। ওদিককার খবর সব ভালই। না হলে এমন মজা শহীদ করত না।

কিন্তু তীব্র উত্তেজনায় বুক ফেটে যাচ্ছে জুয়েলের আর শহীদ এ রকম মজা করছে!

অদ্ভুত ছেলে তো।
জুয়েল মনে মনে ঠিক করল এখন কি করবে। কেমন করে শহীদের কাছে থেকে কথা বের করবে। শহীদের সাংঘাতিক দুর্বল একটি ব্যাপার জানা আছে জুয়েলের। কোমরের কাছে সুরসরি দেয়া। সুরসুরিটা অনেক সময় দিতেও হয় না, দেয়ার ভঙ্গি করলেই শিশুর মতো ছটফট করতে থাকে শহীদ। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চিৎকার চেঁচামেচিতে একাকার করে। কথা বের করার জন্য জুয়েল এখন ওই কায়দাটাই করবে! সুরসুরি দেয়ার ভঙ্গি করবে! প্রয়োজন হলে সুরসুরিই দেবে।
তারপরই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জুয়েল। দুহাতে সুরসুরি দেয়ার ভঙ্গি করে বলল, তুই কি ঠিকঠাক মতো কথা বলবি নাকি সুরসুরি দেব?
সুরসুরি কথাটা শুনেই কুকরে গেল শহীদ। দুহাতে নিজেকে আড়াল করার ভঙ্গি করে বলল, এই জুয়েল এই, দেখ দেখ অমন করবি না। বলছি বলছি, সব বলছি।
তাড়াতাড়ি বল। তাড়াতাড়ি।
শহীদ হাসি মুখে বলল, কোথাও কোন সমস্যা নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে দোসত। তানিয়ার ভাইরা তোদের বিয়ে মেনে নিয়েছে। তুই ঢাকায় গেলে তোদের বাসায় লোক পাঠাবে। দুপক্ষের গার্জিয়ানরা কথা বলে তোদের বিয়ের ডেট ফিক্সড করবে। আর তানিয়া তোর জন্য পাগল হয়ে আছে। পারলে আমার সঙ্গে চলে আসে এমন একটা অবস্থা।
ঠিক তখুনি পা টেনে টেনে জুয়েলের রুমের দিকে আসছিল বিনু। খানিক আগে ঢাকা থেকে ফিরেছে শহীদ। দুপুর হয়ে গেছে। শহীদ এবং জুয়েলের খাবার রেডি করে মা বসে আছেন খাবার ঘরে। বিনু এসেছে তাদেরকে ডাকতে। খোলা দরজার অদূরে এসেই শহীদের কথাগুলো শুনতে পেল সে। শুনে হাঁটতে ভুলে গেল বিনু, শ্বাস ফেলতে ভুলে গেল। বিনুর মনে হল বুকের খুব ভেতরে, হৃদয়ের খুব ভেতরে কি যেন কি একটা ঘটে যাচ্ছে। পায়ের পাতা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে বরফ শীতল এক অনুভূতি। শরীরের শিরায় শিরায়, শরীরের প্রতিটি রোমকূপে নির্জীব হয়ে আসছে বেঁচে থাকার প্রতিটি অনুভূতি, চোখের পাতা তীব্র নেশায় আচ্ছন্ন হওয়া মানুষের মতো ভারি হয়ে যাচ্ছে আর পৃথিবীর কোথাও যেন কোন শব্দ নেই, কোন মানুষ নেই। কেবল নির্জনতা, নির্জনতা। এই নির্জনে শ্বাস ফেললেও সেই শব্দ হবে বাজপড়ার মতো। এই নির্জনে কেমন করে বেঁচে থাকে মানুষ! এই নির্জনে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। এই নির্জনতার নাম মৃত্যু।

সন্ধে হতে না হতেই চাঁদ উঠেছে আজ। গাছপালার বন, শস্যের মাঠ, জলাভূমি রুপোর মতো ঝকঝক করছে। আজ যে পূর্ণিমা চাঁদের দিকে তাকিয়েই বুঝে গেল জুয়েল। বিনু বলেছিল পূর্ণিমা রাতে ঝিলের ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবে জুয়েলকে। কি কথা যেন বলবে। যদি বাড়ি থেকে কেউ তাকে বাঁধা দেয়, সন্ধে বেলা জুয়েলের সঙ্গে যদি তাকে বেরুতে না দেয়, বিনু বলেছে পালিয়ে হলেও জুয়েলকে নিয়ে সে ঝিলের ধারে যাবে। অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াবে জুয়েলের সঙ্গে। জুয়েল বলেছে গান গাওয়ার কথা। রবীন্দ্রসঙ্গীত! বিনু গান জানে কিনা সে কথা না জেনেই বলেছে।

আজ জুয়েলের সবচে সুখের দিন। আজ জুয়েলের জীবনের সবচে মূল্যবান সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে তার বন্ধু শহীদ। আজ রাতে ঝিলের ধারে বেড়াতে গিয়ে বিনুর মনের কথা শুনবে জুয়েল। বিনুকে খুলে বলবে নিজের মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা সব কথা। তানিয়ার কথা। জুয়েলের ভালবাসার কথা। আজ আর বিনুকে কোন কথা লুকোবে না সে। আজ আর বিনুর কাছে লুকোবার কিছু নেই। www.boighar.com

কিন্তু বিনু কোথায়? শহীদ আসার পর থেকে বিনুকে যে একবারও দেখেনি জুয়েল! বিনু কি বাড়ি নেই! নাকি জুয়েলকে কিছু না বলে কোথাও বেড়াতে চলে গেছে। কিন্তু কোথায় যাবে। এতদিন ধরে এই বাড়িতে আছে জুয়েল বিনু তো তাকে না বলে কোথাও যায়নি! সারাক্ষণই তো আছে জুয়েলের সঙ্গে। মুহূর্তের জন্যে কোথাও গেলেও জুয়েলকে বলে গেছে। তাহলে আজ কি হল বিনুর। কোথায় সে। আশ্চর্য ব্যাপার, আজ জুয়েলের সবচে আনন্দের দিন আর আজই সময় মতো বিনুকে যে খুঁজে পাচ্ছে না। আনন্দের মুহূর্তেও কত যে বেদনা উপস্থিত হয় মানুষের!

কাজের একজন ঝি যাচ্ছিল রান্নাঘরের দিকে। জুয়েল তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, বিনু কোথায়?

মহিলাটি জুয়েলের দিকে তাকাল। আফায় তার ঘরে।

কি করে?

শুইয়া আছে।

জুয়েল প্রচণ্ড অবাক হল। এসময় শুয়ে আছে?

হ দোফর থিকাই শুইয়া রইছে আফায়।
জুয়েল বেশ নার্ভাস হল। বিনুর কি তাহলে শরীর খারাপ! কই সে তো কিছু শুনল না। শহীদও তো কিছু বলল না। বিকেল বেলা বাজারে চলে গেছে কি কাজে!
দ্রুত হেঁটে বিনুর ঘরে গিয়ে ঢুকল জুয়েল। উদ্দিগ্ন গলায় বলল, বিনু তোমার কি হয়েছে?
বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল বিনু। জুয়েলের গলা শুনে উঠে বসল। মুহূর্তের জন্যে জুয়েলের মুখের দিকে তাকায়েই অন্যদিকে মুখ ফেরাল। নরম দুঃখি গলায় বলল, কই কিছু হয়নি তো!
কিন্তু ওই এক মুহূর্তেই বিনুর মুখটি দেখতে পেল জুয়েল। দেখে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল তার। কোথায় যেন কি একটা আঘাত লাগল। কি যেন কি একটা ভেঙে গেল কোথাও। বিনুর মুখটি অমন দুঃখি হয়ে গেছে কেন? চোখ দুটো অমন ফোলা ফোলা কেন! গোপনে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলে এমন চোখ হয় মানুষের। বিনু কি কেঁদেছে? কেন কাঁদবে! কি দুঃখ বিনুর! www.boighar.com
জুয়েলের মনটা খারাপ হল। তার এমন সুখের দিনে বিনু আজ এমন করে কাঁদল। বিনুকে যে আজ তানিয়ার কথা বলতে চেয়েছে জুয়েল! তাকে নিয়ে তানিয়াকে নিয়ে কি তুলকালাম কান্ড হতে যাচ্ছিল, গোপনে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে জেনে তানিয়ার ভাইরা কি ধরনের কাজ করতে যাচ্ছিল এসব আজ না বললে আর কোনদিনও বলা হবে না বিনুকে। কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাবে সে। আবার কবে বিনুর সঙ্গে তার দেখা হবে, আদৌ হবে কিনা তাই বা কে জানে। হয়ত বিনুর বিয়ে হয়ে যাবে। দূরে কোথাও সংসার করতে চলে যাবে বিনু, এখানে এসেও হয়ত এই জীবনে বিনুর সঙ্গে আর কখনও তার দেখা হবে না। এসব ভেবে মন খুবই খারাপ হল জুয়েলের তবু জোর করে নিজের সঙ্গে বেশ একটা যুদ্ধ করে তারপরই নিজেকে উচ্ছল করে ফেলল জুয়েল। বিনুর মুখ দেখে পাওয়া দুঃখটা সামলে ফেলল। যেন বিনুর মুখটা সে দেখতেই পায়নি, বিনু যে নরম দুঃখি গলায় কথা বলেছে শুনতেই পায়নি! আমুদে গলায় বলল, সবকিছু এমন করে ভুলে বসে আছ তুমি! আজ যে পূর্ণিমা জান না! আজ যে আমাকে নিয়ে ঝিলের ধারে বেড়াতে যাবে, জান না! চাঁদ উঠে গেছে। চল। আর আমাকে কিন্তু গান শোনাতে হবে। পার না পার।
বিনু তবু মুখ ফেরাল না। আগের মতোই নরম দুঃখি গলায় বলল, আজ থাক। আমার মনটা ভাল নেই।
থাকবে কেন? পূর্ণিমা কি রোজ রোজ হয়। আবার যেদিন পূর্ণিমা হবে সেদিন তো

আমি আর এখানে থাকব না কেমন করে আমাকে তুমি ঝিলের ধারে নিয়ে যাবে? চল।

বেড়াতে বেরুলেই মন ভাল হয়ে যাবে। চাঁদের আলোয় জল হাওয়ার খেলা, বনের নির্জনতা, ঝিলের পাখি, বিনু আজ আমি কি যে আনন্দে আছি। এই আনন্দটা আমি তোমাকে নিয়ে উপভোগ করতে চাই। তুমি চল। চল। মানা কর না।

বিনু তবু জুয়েলের দিকে মুখ ফেরাল না। অন্যদিকে তাকিয়ে মৃত গলায় বলল, ঠিক আছে চলুন।

প্রখর জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম করছে চারদিক।

সামনে প্রান্তরব্যাপি বিশাল ঝিল। বিকেল শেষে, সন্ধের মুখে মুখে পূর্ণিমার ভরা চাঁদ যখন উঠে এসেছে আকাশে, ঠিক তখন থেকেই বইতে শুরু করেছে আশ্চর্য মায়াময় এক হাওয়া। পৃথিবীর কোন সুদূর প্রান্ত থেকে, কোন অচিনলোক থেকে আসছে এই হাওয়া মানুষ তা জানে না। প্রেমিকার শ্বাস প্রশ্বাসের মত মৃদু মোলায়েম এই হাওয়ায় টলমল করছে ঝিলের জল। রুপোর মত গলে পড়া জ্যোৎস্নায় ঝিলের জল জল মনে হয় না। মনে হয় পূর্ণিমার চাঁদ গলে আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানকার চিরকালিন শূন্যতার কোনও অদৃশ্য পথে শুধুমাত্র এই ঝিলে এসে নেমেছে। নেমে জলের রূপ ধরেছে। ঝিলের জল আসলে জল নয়। জ্যোৎস্নার গলন্ত রূপ।

ঝিলের মাঝ বরাবর জলে ভাসছে অজস্র পাখি। কোথাকার কোন অচিন দেশ থেকে শীত সহ্য করতে না পেরে, কিংবা প্রচন্ড শীতে জল জমে বরফ হয়ে যাওয়ার ফলে জলের টানে উড়ে এসেছে এই দেশে, এই ঝিলে। চাঁদের আলোয় মুগ্ধ হয়ে, কিংবা চাঁদের আলোকে ভোরবেলাকার আলো মনে করে মৃদু কলরব করছে কোন কোন পাখি।

গাছপালার বন মগ্ন হয়েছিল বিকেল শেষে। পত্রপল্লবের আড়ালে রাতপোকারা গলা খুলেছে সন্ধের মুখে। এখন তাদের মুখর ডাকে মুখর হয়েছে দশদিক। তবু অপার্থিব এক নির্জনতা চারদিকে, অপার্থিব এক সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের হুবুহু বর্ণনা দেয়া মানুষের ভাষার সাধ্যে কুলোবে না। এক জীবনে এরকম সৌন্দর্য এক দুবারের বেশি

দেখার সৌভাগ্য হয় না মানুষের। এরকম সৌন্দর্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে মানুষ। একাকার হয়ে যায় প্রকৃতির সঙ্গে। কখনও কখনও ভাষা লোপ পায়।

জুয়েলেরও পেয়েছে।

এমনিতেই জুয়েলের আজ মন ফেটে যাচ্ছে মনের সুখে। তার চিরকালের চাওয়া, তার আনন্দ বেদনার সঙ্গী, সুখ দুঃখের অংশিদার, তার প্রেম, তার ভালবাসা, তার সব যে তানিয়া তাকে আজ একান্ত নিজের করে পেয়ে গেছে জুয়েল। এই সুখে কানায় কানায় ভরে আছে জুয়েলের মন, জুয়েলের নিজস্ব পৃথিবী, তার। ওপর এরকম পরিবেশ, এরকম সৌন্দর্য। সঙ্গে যে বিনু আছে, বিনুর আচরণ যে আজ একেবারেই অন্যরকম সে কথা একবারও মনে হল না জুয়েলের। অদ্ভুত এক ঘোর লাগা গলায় জুয়েল বলল, বিনু গান গাও। গান গাও বিনু। রবীন্দ্র সঙ্গীত।

এতক্ষণ ধরে এতটা পথ জুয়েলের সঙ্গে হেঁটে এসেছে বিনু, একটি কথাও বলেনি। এতক্ষণ ধরে ঝিলের ধারে জুয়েলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, একটি কথাও বলেনি। এই প্রথম মৃদু গলায় বলল, আমি গান জানি না।

এটুকু কথা বলতেই গলা কেমন ধরে এল বিনুর। কেমন ভেঙেচুরে গেল।

কিন্তু জুয়েল তা খেয়াল করল না। সন্ধেবেলা এই বয়সী একটি মেয়ে জুয়েলের বয়সী এক যুবকের সঙ্গে কেমন করে এরকম নির্জন এক ঝিলের ধারে চলে এসেছে, বাড়িতে কাকে কি বলে এসেছে, কিভাবে কি বুঝিয়েছে বাড়ির লোককে, ফিরে গেলে বিনুকে কেউ বকবে কিনা এসব কথা একবারও মনে হল না জুয়েলের। গভীর আবেগে মগ্ন হয়ে সে বলল, এরকম পরিবেশে গান জানতে হয় না। মনের ভেতর আপনা থেকেই জেগে ওঠে গান। আপনা থেকেই উঠে আসে গলায়। গাও বিনু, গাও।

বিনুর তখন বুক ফেটে যাচ্ছে বুকের কষ্টে। চোখ ফেটে যাচ্ছে চোখের জলে। তবু বুকের কষ্ট আশ্চর্য এক ক্ষমতায় দমিয়ে রাখল সে। চোখের জল আটকে রাখল চোখের ভেতরে। মুহূর্তের জন্য তাকাল জুয়েলের দিকে। তারপর নরম ভঙ্গিতে বসল ঝিলের ধারে।

বিনুকে বসতে দেখে জুয়েলও বসল তার পাশে। আগের মতোই মুগ্ধ গলায় বলল, গাও বিনু গাও। যা পার গাও।

সব হারান মানুষের মতো নির্নিমেষ চোখে আকাশের দিকে তাকাল বিনু। তারপর ধীর কণ্ঠে গাইতে লাগল,

'মনে রয়ে গেল মনের কথা
শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা।'

বিনুর গলায় ছিল চিরকালিন দুঃখ বেদনার সুর। হাহাকার এবং বিরহ কাতর সুর। সেই সুরে বিষণ্ন হল পূর্ণিমার চাঁদ, মুহূর্তের জন্য থমকে গেল আবহমান হাওয়া, ঝিলের জল গেল নিথর হয়ে, বোবা হল জলে ভাসা সব পাখি, গাছপালার বনে মৌন হল রাতপোকারা আর তীব্র এক বেদনাবোধে আক্রান্ত হল জুয়েল। মনের ভেতর হাহাকার করে উঠল তার মর্মবেদনা। www.boighar.com

কেন এমন করে গান গাইছে বিনু? বিনুর গান শুনে বুকের ভেতর এমন করছে কেন জুয়েলের?

ততক্ষনে গানের শেষ দিকে এসেছে বিনু। আগের মতোই বিষণ্নতায় ডুবে গাইছে,

'বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল–ধুলায় লুটাইল হৃদয়লতা'

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মতো বিনুর মুখের দিকে তাকার জুয়েল। তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল, পাথল হয়ে গেল। বিনুর চোখ ভেসে যাচ্ছে গভীর কান্নায়, গাল ভেসে যাচ্ছে, চাঁদের আলোয় ঝিলের জলের মতো চকচক করছে বিনুর গাল বেয়ে নামা চোখের জল।

নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে বিনুর একটা হাত ধরল জুয়েল গভীর দুঃখ বেদনার গলায় বলল, বিনু তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে জুয়েলের হাতটা দুহাতে আঁকড়ে ধরল বিনু। অবোধ শিশুর মতো ভাঙাচোরা গলায় বলল, তানিয়ার কথা আপনি আমাকে আগে বলেননি কেন? কেন আমার কাছে সব লুকিয়ে রেখেছিলেন! কেন আপনি আমাকে এরকম এক কষ্টের মধ্যে ফেলে দিলেন! এই কষ্ট নিয়ে কেমন করে বেঁচে থাকব আমি!

মুহূর্তে যা বোঝার বুঝে গেল জুয়েল। বুকটা হিম হয়ে গেল তার। শহীদ ফিরে আসার পর, তানিয়ার সব কথা জানার পর যে ভাল লাগার অনুভূতিতে মন ছেঁয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমন এক দুঃখবেদনার অনুভূতিতে বিহবল হয়ে গেল জুয়েল। হায় হায় এ কোন সর্বনাশ হয়ে গেছে! কোন ফাঁকে কেমন করে ঘটে গেছে এসব! জুয়েল তো ছিল নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে। তানিয়ার ভাবনায় মগ্ন হয়ে। বিনুর মুখের দিকে কখনও তেমন করে তাকিয়েই দেখেনি সে। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেনি। তাকালে বিনুর মুখে তার হৃদয় ফেটে পড়া মুগ্ধতার ছায়া দেখতে পেত জুয়েল। চোখের তারায় দেখতে পেত ভালবাসার সূক্ষ্ম কাঁপন। জুয়েলকে ঘিরে এ কদিনে কত যে কথা বলেছে বিনু। কত যে তাৎপর্যময় কথা বলেছে। সেসব কথার তাৎপর্য বোঝার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি জুয়েল। তাহলে তো অনেক আগেই বুঝে যেত অনেক কিছু। নিয়তি এ কোন দুঃখের মধ্যে ফেলল জুয়েলকে এ কোন বেদনার মধ্যে ফেলল!

জুয়েলের হাতে মুখ রেখে বিনু তখন আকূল হয়ে কাদছে। জুয়েল এখন কি বলবে বিনুকে! কোন শান্তনার বাণী শোনাবে! কি করবে জুয়েল! কি করার আছে তার! কাঁদতে কাঁদতে বিনু বলল, বোষ্টমিদির কথা শুনে আমি ভেবেছি আপনার আমার কথাই বলছেন তিনি। এমনিতেই আমার মন উতলা হয়েছিল আপনার জন্য। প্রথম দিন দেখেই মনে মনে আপনাকে আমি চেয়ে ফেলেছিলাম। তার ওপর বোষ্টমিদির অমন কথা! আমার মনে আর কিছু আসেনি, অন্য কারও কথা আসেনি। আমি পাগল হয়েছিলাম আপনাকে নিয়ে। কিন্তু আপনি যে পাগল হয়ে আছেন আরেকজনকে নিয়ে, আমার জায়গায় যে আমি নেই আছে তানিয়া এ আমি বুঝতে পারিনি। আজ দুপুরে সব জানার পর বুঝেছি, বোষ্টমিদিও মিথ্যে বলেননি। আমার ভালবাসা ঠিকই আঁচ করেছিলেন তিনি। এজন্য আমরা যখন ফিরছি তখন তিনি বললেন, জগতের নিয়মই এই, দুজন মানুষের একজন হাসে একজন কাঁদে। বোষ্টমিদির কথা আমি বুঝতে পারিনি। আমি ডুবেছিলাম আমার ভালবাসায়। আসলেই তো আপনাকে পেয়ে তানিয়া চিরকাল হাসবে, কাঁদব কেবল আমি। ভালবাসার সুখে সুখী হবে তানিয়া, দুঃখ রয়ে গেল আমার।

www.boighar.com

বিনুর কথা শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে গেছে জুয়েল। তার মুখে কোন কথা জুটছে না। কি বলবে সে বিনুকে। কোন শান্তনার বাণী শোনাবে। বুকের অনেক গভীর থেকে জুয়েলের ঠেলে উঠল চিরকালিন বেদনা বোধের কান্না, সেই কান্নায় চোখ ভেসে গেল, গাল ভেসে গেল জুয়েলের। প্রকৃতির মহান সৌন্দর্য ম্লান হল দুজন মানুষের কান্নায়।

www.boighar.com

—o—

boighar.com